RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

শিলিগুড়ির আজ টলি ইন্ডাস্ট্রিতে এক সফল নাম

পৃষ্ঠা- ৪

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ২০ মে – ২ জুন, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 20 May - 2 June, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

শিলিগুড়িতে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

শিলিগুড়ি: করোনার পর এ বার পরেছে ডেঙ্গির থাবা। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতর। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ির বাসিন্দা রোহিত খালকো নামে এক চা বাগান শ্রমিকের। তিনি ৪ এপ্রিল মেডিক্যাল কলেজে জ্বর ও বমি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন । এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তিনজন রোগী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ও আরেকজন শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার বাসিন্দা । ওই তিনজনকে ফিভার ক্লিনিকে ভর্তি রাখা হয়েছে ।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, “একজন রোগীর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তার ডেঙ্গির রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বাকি যে তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।”

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় দু দিনব্যাপী ‘ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া কেস ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে মেডিক্যাল অফিসার এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ’ দিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা চিকিৎসক অসিত বিশ্বাস। মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধীনে ভাইরাস গবেষণা ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে (ভিআরডিএল) ডেঙ্গির পরীক্ষা হবে। এতদিন পর্যন্ত ডেঙ্গির নমুনাগুলি কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজেস এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন (এসটিএম)-এ পাঠানো হত। তবে এ বারে উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসবে ।

এসএসসি নিয়োগ মামলায় সমস্যা বাড়ছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টপাধ্যায়ের

কলকাতা: এসসি নিয়োগ মামলায় অবশেষে রক্ষা কবচ পেলেননা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দুইবার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেও তা খারিজ হয়ে যাওয়ায়, শেষ পর্যন্ত নিজাম প্যালেসে সিবিআই-এর দপ্তরে হাজির হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাত পর্যন্ত টানা জেরা করা হয় পার্থবাবুকে।প্রথম দিনই সিবিআই প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা জেরা করে তাঁকে। এরই মধ্যে আচমকা ইস্তফা দিয়ে বসেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। এরপরেই রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের অধিকর্তা শুভ্র চক্রবর্তীকে ওই পদের দায়িত্ব দেয় রাজ্য সরকার। এই নির্দেশের পরই হাইকোর্টে মামলাকারীদের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, এর ফলে এসএসসির সমস্ত তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই নথি নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হোক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। প্রধান বিচারপতি রাতেই এই আবেদনের শুনানির নির্দেশ দেন। তাই নজিরবিহীন ভাবে রাতেই শুনানি হয়। হাই কোর্টের রায়ের পর কারা এসএসসি–র দপ্তরে গিয়েছিলেন তা জানতে ১৯মে দুপুর ১২টার মধ্যে ওই দপ্তরের সিসিটিভি ফুটেজ আদালতে পেশ করার জন্য কমিশনের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ১৯ মে দুপুর ১টা পর্যন্ত এসএসসি দপ্তরে সিআরপিএফ মতোয়াতনের নির্দেশ দেন তিনি।

১৮ মে সকালে ডিভিশন বেঞ্চ এই দুর্নীতি মামলা সিঙ্গল বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তারপরই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে সিবিআই হাজিরার নির্দেশ দেয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। এদিকে সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করার প্রক্রিয়া শুরু করেন পার্থবাবুর আইনজীবীরা। বিকেল ৩টার মধ্যে মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হলেও বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত মামলা দায়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ কোন রায় দিতে পারেননি। এমতাবস্থায় পার্থ বাবুর আইনজীবীরা তাঁর গ্রেপ্তার এড়াতে আদালতে আর্জি জানান। কিন্তু আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত কোন রায়ই আদালত দেবেনা। আদালত থেকে রক্ষাকবচ না পেয়ে অবশেষে বিকাল ৫টা ৪০মিনিট নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছে যান পার্থবাবু। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ নিজাম প্যালেস থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

বিচারপতি বাগের কমিটি বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ রিপোর্ট দিয়ে জানায়, গ্রুপ ডি-তে প্রায় ৬০০ জন এবং গ্রুপ সি-তে ৩৯১ জনের নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ। প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী দ্বারা নিযুক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এই নিয়োগপত্র গুলি তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন আঞ্চলিক দপ্তরের চেয়ারম্যানরা।

বলাবাহুল্য, ডিভিশন বেঞ্চও মনে করছে, এই নিয়োগে বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে। তাই বাগ কমিটির সমস্ত রিপোর্ট সিঙ্গল বেঞ্চের হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। এই নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিচারপতি বাগ কমিটির যে রিপোর্ট তা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাজতবাসের জন্য যথেষ্ট। আমারা আশা করব সিবিআই দুর্নীতিগ্রস্থদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, কেউ সামান্যতম দোষ করলেও তার দায় সরকার বা দলের নয়। এক্ষেত্রে আইন আইনের পথেই চলবে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতে চাননি।

শিকড়ের সন্ধানে কর্মসূচিতে তিন প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি রাজপাট শিকড়ের সন্ধানে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন তিন সভাপতি তথা বর্ষিয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, বিনয় কৃষ্ণ বর্মন। এছাড়াও এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হিতেন বর্মন,পরিমল বর্মন,খোকন মিয়া,দিলীপ রায় সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

গোসানিমারি রাজপাটের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি ঘুরে দেখার পর তারা সকলেই গোসানিমারী মা কামতেস্বরী মন্দিরে পুজো দেন এবং মন্দির চত্বরেই দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করেন ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থানগুলি নিয়ে। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন শিকড়ের সন্ধান কর্মসূচির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই মূলত কোচবিহার জেলায় পুরনো বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে যেগুলি নব প্রজন্ম জানেনা। সেই কারণেই জেলার ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলি ঘুরে দেখার পাশাপাশি তাদের কাছে সেসব বিষয় তুলে ধরার মাধ্যমেই এই শিকড়ের সন্ধানে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন এই শিকড়ের সন্ধান কর্মসূচিতে জেলার তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাদের সাথেই দেখা মিলল সিতাই বিধায়ককে এবং তিনি অংশ নিলেন শিকড়ের সন্ধান কর্মসূচিতে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম বছর দুই-এর দীপশিখার

কোচবিহার: বয়স মাত্র দু বছর সাত মাস, আর এই বয়সেই ১০০ টি দেশের রাজধানীর নাম, দেশের ২৯ টি রাজ্যের রাজধানীর নাম, ২৫ টি ভারতীয় জাতীয় চিহ্নের নাম, ইংরেজি ১২ মাসের নাম, ইংরেজি ৭ দিনের নাম, ইংরেজিতে ৬টি ঋতুর নাম অনর্গল বলে দিতে পারে দীপশিখা।

সম্প্রতি তার নাম উঠেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। সেই কারণে শংসাপত্র এবং পদকও পেয়েছে দীপশিখা। যা পেয়ে খুশি পরিবারের সকলে। এই বয়সে শিশুরা ভালো করে কথা বলতে গেলেই হাঁফিয়ে ওঠে, সেই বয়সে তার এই প্রতিভায় বিস্মিত সকলে। তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের ঘোগার কুঠির বাসিন্দা দিলীপ বর্মন।যদিও কর্মসূত্রে তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ভিন রাজ্যে থাকেন। এরকম এলাকার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুর এই সাফল্য সত্যিই নজরকাড়া বলতেই হয়। সেই নজরকাড়া সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছসিত গোটা গ্রাম।

নতুন রূপে এনজেপিকে গড়ে তুলতে তৎপর রেল

শিলিগুড়ি: এবার থেকে বিমান বন্দরের মতই যাত্রী পরিষেবা পাওয়া যাবে এনজেপি রেল স্টেশনে। সম্প্রতি রেলের তরফ থেকে এনজেপি-র নতুন সংস্করণের যে স্কেচ তৈরি করা হয়েছে। শেই ছবিতেই স্পষ্ট স্টেশনের নতুন লুক। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে ভক্তিনগর ও অম্বিকানগর স্টেশনের প্রবেশ পথ হবে দুই প্রান্তে। একই সঙ্গে থাকবে বাইরে বের হওয়ার রাস্তা। দুইপাশেই থাকবে অত্যাধুনিক পার্কিং লট। এছাড়া গাড়ি পার্ক করার জায়গাতেই থাকবে মালপত্র প্লাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রলি। এসব সুবিধাই থাকবে একই ছাদের তলায়।

বর্তমানে এনজেপি স্টেশনের ভিতরে প্ল্যাটফর্মের পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি লিফট। নতুন স্টেশন ভবনের বাইরেও আটটি লিফট থাকবে।যাতে ওভারব্রিজে ওঠার ক্ষেত্রে যাত্রীদের কোন সমস্যায় পড়তে না হয়। এছাড়া যাত্রীবাহী ট্রেনের প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে থাকবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও ট্রেনের সময়সূচির ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। বিদেশি যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে। মানি একচেঞ্জের কাউন্টারও তৈরি করা হবে। এছাড়া থাকবে মালগাড়ির জন্য থাকবে আলাদা শেড। কনফারেন্স হল, জিম, টেবিল টেনিস সহ বিনোদনের একাধিক উপকরণ।

এনজেপি-কে ঢেলে সাজাতে রেল যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তাবায়িত হলে এই স্টেশন রাজ্যের তো বটেই দেশেরও যে কোন বড় স্টেশনকে টক্কর দিতে পারবে। এনজেপিকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক ভাবে রেলের তরফ থেকে প্রথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে মেট্রো স্টেশনের আদলে এনজেপি-কে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পর্যটকদের কাছে আর্কষনীয় হয়ে উঠছে প্রজাপতি পার্ক ও পারগোলা

আলিপুরদুয়ার: কোভিড মহামারির অভিশাপ কাটিয়ে নতুনরূপে সেজে উঠছে রাজাভাতখাওয়ার প্রজাপতি পার্ক। উল্লেখ্য, গত একবছরে পার্কের ল্যাবরেটারিতে জন্ম নেওয়া প্রায় ৪,০০০ প্রজাপতি ছাড়া হয়েছে এই পার্কে। এছাড়া প্রজাপতিদের জন্য জাল দিয়ে ঘেরা দুটি ঘরও তৈরি করা হয়েছে পার্কে। এর পোশাকি নাম পারগোলা।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রজাপতি পার্কের নিজস্ব ল্যাবরেটারিতে প্রজাপতির ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা শুরু হয়। ডিম থেকে শুঁয়োপোকা বেরোনোর পর লার্ভা অবস্থা পেরিয়ে প্রজাপতি হলে তা পার্কে ছাড়া হয়। এখনও পর্যন্ত ল্যাবে জন্ম নেওয়া প্রায় সাড়ে দশ হাজার প্রজাপতি পার্কে ছাড়া হয়েছে। প্রকৃতিক উপায় প্রজাপতিদের ডিম পাড়ার জন্য ও ফুলের মধু সংগ্রহের জন্য সব মিলিয়ে প্রায় ১০০টি গাছ ইতিমধ্যে ওই পার্কে লাগানো হয়েছে।

বনদপ্তরের রাজাভাতখাওয়ার রেঞ্জ অফিসার অমলেন্দু মাঝি বলেন, প্রজাপতি পার্কে দুটি পারগোলা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বেসরকারি সংস্থা পার্কে প্রজাপতির সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের কাজ করে চলছে। তিনি আরও জানান, পারগোলাকে প্রজাপতির ঘর বলা যেতে পারে। এই পারগোলাটির দুইদিকের মুখ খোলা। গোলাকৃতি সবুজ নেট হাউসের মত দেখতে। পারগোলার দুইদিকে প্রজাপতির মধু সংগ্রহের জন্য লতানো ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। পার্ক কর্তৃপক্ষের আশা, বর্ষার পরই উপরের অংশ ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে। পারগোলার ভেতরে প্রজাতির জীবনচক্র নিয়ে লেখা থাকবে। যা আগামীদিনে পর্যটক ও শিক্ষামূলক ভ্রমণে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হতে চলেছে।

উল্লেখ্য, একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থার তত্বাবধানে প্রজাপ্রতি সংখ্যা বাড়াতে রাজাভাতখাওয়ার চারএকর জমিতে এই প্রজাপ্রতি পার্ক তৈরি হয়েছে। পার্কের ইনচার্জ তন্ময় সেনগুপ্ত বলেন, এখনও পর্যন্ত ল্যাবে জন্ম নেওয়া প্রায় ৬৫ রকমের প্রজাপ্রতি পার্কে ছাড়া হয়েছে।

বক্সার জঙ্গল প্রজাপ্রতিদের কাছে স্বর্গরাজ্য। যে সকল গাছে প্রজাপ্রতি ডিম পাড়ে ও যে সকল গাছের ফুল থেকে তারা মধু সংগ্রহ করে সেই ধরণের গাছ পার্কে লাগানো হয়েছে। এর ফলে ল্যাবের প্রজাপ্রতি ছাড়াও জঙ্গল থেকেও বিভিন্ন ধরনের প্রজাপ্রতি পার্কে আসছে। এদিকে প্রজাপ্রতির লার্ভা পাখিদের পছন্দের খাবার হওয়ায় পার্কে পাখিদের আনাগোনাও বেড়েছে। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানান, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে অন্তত ৩৫-৪০ রকমের প্রজাপ্রতি উড়তে দেখা যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় পৃথক জেলার স্বপ্ন দেখছে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি: রাজ্যে জেলার সংখ্যা বাড়তে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই আশায় বুক বাঁধছে শিলিগুড়ি। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন মহকুমার তিনটি ব্লক ও চোপড়াকে নিয়ে পৃথক শিলিগুড়ি জেলা গড়ার দাবি দীর্ঘদিনের।

রাজ্যের প্রশাসনিক ঘোষণার পরেই শিলিগুড়ি নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। ৮৩৫.৫৫৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি মহকুমার জনসংখ্যা ৮ লক্ষ ১৫ হাজারের কিছু বেশি। শিলিগুড়ি মহকুমার একমাত্র পুরনিগম হল শিলিগুড়ি। বাকি চারটি ব্লক মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি। শিলিগুড়ির খুব কাছেই রয়েছে বাগডোগরা এয়ারপোর্টি। যার ফলে আলাদা জেলা হলে সমস্ত দিক দিয়েই সুবিধা হবে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমার চারটি বল্কের পাশাপাশি ডাবগ্রামের দুটি, বিন্নাগুড়ি ও ফুলবাড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে যদি শিলিগুড়ি জেলা ঘোষণা করা হয় তবে জনসংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বলাবাহুল্য, শিলিগুড়ি জেলা না হওয়ায় গোটা দেশে একমাত্র শিলিগুড়িকে মহকুমা পরিষদ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে কোন প্রশাসনিক কাজে প্রায় ৭৫কিমি দূরে দার্জিলিং পাহাড়ে যেতে হয়। কারণ সেখানেই এই জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের অফিস। শিলিগুড়ি জেলা্ হলে এই সমস্যা গুলি আর থাকবেনা।

তারাবান্ধায় একদশকেও মেটেনি পাণীয় জলের সমস্যা

ফাঁসিদেওয়া: ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোড়া এলাকায় পরিশ্রুত পাণীয় জলের সংকটে ভুগছেন প্রচুর মানুষ। সমস্যা মেটাতে প্রায় একদশক আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ গ্রামে কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প চালু করেছিল। তবে বাস্তবে ওই এলাকার মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা আজও পাননি। এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করতে পাইপলাইন বসানো হলেও টাইমকল দিয়ে একফোঁটাও জল পড়েনি। এরফলে তারাবান্ধা সহ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা জলকষ্টে ভুগছেন। বাধ্য হয়ে তারা কুয়ো বা টিউবওয়েলের জল পান করছেন। কেন এতদিনেও পাণীয় জলের সমস্যা মেটানো গেলনা তা নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার বলেন, বিষয়টি আমাদের দপ্তরের নয়। তবে ঐ গ্রামে পিএইচই থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে বলে শুনেছি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী অধিকর্তা প্রেমকুমার বড়দেওয়া। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের মত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়ও পানীয় জলের ব্যাপক সংকট রয়েছে। তারাবান্ধা ছাড়াও হাঁসখোয়া, অন্তজোত, দানাগছ সহ একাধিক গ্রামে এই সমস্যা রয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ২০০৭-২০০৮ অর্থবর্ষের টাকায় তারাবান্ধায় পাণীয় জলের প্রকল্প তৈরি করেন। গ্রামে পাণীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বসানো হয়। আজ পর্যন্ত সেই প্রকল্প থেকে একফোঁটা জলও এলাকাবাসীর তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি।

ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের চাহিদা হারাচ্ছে তাঁত শিল্পীরা

মালদা: টেক্সটাইলের দাপটে মালদার ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের চাহিদা হারাতে বসেছে তাঁত শিল্পীরা। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একসময় ৫০০টির বেশি পরিবার তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।কিন্তু এখন হাতে গোনা ১৫ থেকে ২০টি পরিবার বাপ-ঠাকুর দাদের এই ঐতিহ্যকে কোন রকমে ধরে রেখেছেন। তাঁতের কাপড় বোনার পাশাপাশি অধিক পরিশ্রম করে সংসার চালাচ্ছেন কারিগরেরা। তাঁদের বক্তব্য, তাঁত শিল্পের চাহিদা এখন তলানিতে ঠেকেছে। কারণ, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে বাজারে আধুনিক পোশাক চলে আসছে।পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরিও মিলছে না। তাঁতের পোশাকের কোন বরাত পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকমতো। তাই এই কাজ ছেড়ে এখন বহু কারিগরেরা দিনমজুরি করছেন। আবার কেউ অন্যের জমিতে কৃষি কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যতে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রশাসন এবং সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পুরাতন মালদার প্রবীণ তাঁত শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, মালদা জেলার পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গলবাড়ী এলাকায় তাঁতিপাড়া অবস্থিত। এক সময় বিপুল পরিমাণ তাঁত শিল্পীদের এখানে জনবসতি ছিল যার ফলে মঙ্গলবাড়ীর একটি এলাকা তাতিপাড়া নামে পরিচিত হয়ে যায়। এখন যে ক'টি তাঁতশিল্পের পরিবার রয়েছে তাদের এখন করুন অবস্থা।এই সাহাপুর মঙ্গলবাড়ী তাঁতিপাড়া এলাকায় এক সময় প্রায় ৫০০ পরিবার তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।এখন সেটা কমে গিয়ে মাত্র কুঁড়িটি পরিবারে এসে ঠেকেছে।সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁত শিল্পী তরুণ কুমার দাস বলেন,এই শিল্প আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যাবে।কেউ এই শিল্পে আর কাজ করতে চাইছেন না। পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি আমরা ঠিকমত পাই না।শাড়ির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু খাদির কাজ হয়। কিছু খাদি কোম্পানির মালিকেরা তারা আমাদের কাছে কাজ দেয়। দিনে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা মজুরি মিলে।

পুরাতন মালদার আরেক মহিলা তাঁত শিল্পী মিতালী দাস বলেন, আমরা শ্রমিক কার্ডের কোনো সুবিধা পাইনি।আমরা যে ভাবে পরিশ্রম করি তাতে আমাদের সেভাবে মজুরি নেই।এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সরকার নজর দিলে খুব ভালো হয়।কোন রকম সরকারি লোন আমাদের কেউ দেয় না। আমাদের কথা কেউ শোনে না।যদিও মালদার এক খাদি কোম্পানির সম্পাদক বামাচরণ প্রামানিক জানিয়েছেন, তাঁত শিল্পের অবস্থা খুব খারাপ। শিল্পীরা যে মজুরি পায় তাতে তাদের সংসার চালানো খুব কষ্টকর।আমরাও চাই সরকার এই শিল্পকে নতুন করে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিক।

পাহাড় নিয়ে মত স্পষ্ট করার দাবি গোর্খা সুরক্ষা পরিষদের

কালিম্পং: বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় নিয়ে তার মত স্পষ্ট করুক এই দাবি নিয়ে কালিম্পং শহরে বিক্ষোভ করল ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদ। ১৮ মে কালিম্পং শহরে বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর কুশপুত্তলিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় পাহাড়ের নতুন রাজনৈতিক দল। বেশকয়েক দিন আগেই শিলিগুড়িতে গোর্খা সুরক্ষা পরিষদ দলের নেতা এসপি শর্মা পাহাড় নিয়েই বিজেপির সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করার দাবি তোলেন। পাশাপাশি এসপি শর্মা জানান ১৫ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রের শাসক দল পাহাড় নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত না জানালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের পাশাপাশি সমতলে অমিত শাহ-র প্রতিকৃতি নিয়ে বিক্ষোভ জানানো হবে। সেই মতো এদিন কালিম্পং জেলা জুড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র প্রতিকৃতি নিয়ে বিক্ষোভ জানানোর পাশাপাশি পাহাড় নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করার দাবি তোলে ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদ।

হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে বাচ্চা চুরির ঘটনায় আটক এক মহিলা

উত্তর দিনাজপুর: হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে হঠাৎ এক মহিলা বাচ্চা কোলে করে নিয়ে পালানোয় হাতেনাতে ধরে ফেলে রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা। ১৮ মে সকালে এই ঘটনায় ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে এক মহিলা বাচ্চা চুরি করে পালাচ্ছিল বলে অভিযোগ রোগীর আত্মীয় স্বজনদের। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয় স্বজনরা। পরবর্তীতে শোনা যায় ওই মহিলা না কি ভারসাম্যহীন। প্রশ্ন উঠছে যদি ওই মহিলা ভারসাম্যহীন হয় তাহলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিতরে ঢুকল কি করে? এত সিকিউরিটি গার্ড তখন কি করছিল। যদি সত্যিই ওই মহিলা বাচ্চা নিয়ে চলে যেত তাহলে এর দায় কে নিত। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তাই হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ তুলছে রোগীর আত্মীয়রা। অন্যদিকে সিকিউরিটি গার্ডের গাফিলতির কথা স্বীকার করেন হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডের ফেসিলিটি ম্যানেজার এহসান আলী আফজাল। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছে অবস্থা নিয়ন্ত্রনে আনে। পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার সেখান থেকে নিয়ে যায়।

চালসায় টাই-এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

জলপাইগুড়ি: ১২ মে চালসার বেসরকারি রিসর্টে চা বণিক সভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া তথা টাই-এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে আসেন বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ এসপি মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, শিল্পশ্রমিকদের জাতীয় ফ্লোর লেভেল ওয়েজস কত হবে তা নিয়ে এখন জোর কদমে কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের তৈরি করে দেওয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই কাজটি করছে। সভায় ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে। মাস ছয়েকের মধ্যে ফ্লোর লেভেল ওয়েজস কত হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

চা মহল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের সাড়ে চার লক্ষ চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বিষয়টি সাত বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফ্লোর লেভেল ওয়েজস বা ভিত্তি মজুরি ঠিক হয়ে গেলে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণের কাজটি সহজ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ন্যূনতম মজুরির নিয়ে উত্তরের বাগানে এখন প্রায় প্রতিদিনই নানা ধরনের আন্দোলন চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি ঠিক কি হারে ফ্লোর লেভেল ওয়েজস ঠিক করে দেয় সেটাই এখন দেখার।ফ্লোর লেভেল ওয়েজস ঠিক করার বিষয়টি নানা জটিল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এতে ভৌগলিক এলাকা, শ্রমিকদের দক্ষতা প্রভৃতি মানদণ্ড রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শ্রমিক পিছু দিনে কত ক্যালোরি খাবার প্রয়োজন, বছরে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের সংখ্যা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার খাতে খরচের মত আরও নানা বিষয়। বিতর্ক রয়েছে পরিবারে একজন উপার্জনকারী পিছু গড়ে কতজন উপভোক্তা ধরা হবে সেই হিসাব নিয়েও। পাশাপাশি ফ্লোর লেভেল ওয়েজস ঠিক করার সময় বস্তুগত সুযোগসুবিধার পরিমাণ বিবেচনা করে চা বাগান নির্ধারিত অঙ্ক থেকে যাতে ছাড় দেওয়া হয়, সেই আর্জির কথা ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একাধিক চা বণিকসভা জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

গম রপ্তানি বন্ধ করল ভারত

ভারতের গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর আন্তর্জাতিক বাজারে ১৬ মে গমের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বেড়েছে। বিশ্বে গম কেনাবেচার অন্যতম বড় কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর বাজারে গমের মূল্যসূচক ৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়েছে, যা গত দুই মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এমনিতেই রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের ফলে চলতি বছর গমের দাম ৬০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এতে মনে করা হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে এক খাদ্য অভাব সৃষ্টি হবে। এর থেকে বাচতেই দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে গম আমদানি করা শুরু করেছে।

ইউরোপের বাজারে গমের চাহিদা মেটায় রাশিয়া ও ইউক্রেন। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে এই দুই দেশের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত থেকে গম আমদানির দিকে ঝোঁকে ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশ। গত বছর ৭০ লাখ টন গম উৎপাদন হয়েছে ভারতে। তবে এবছর ভারতে এবার গমের উৎপাদন অনেকটা কম হয়েছে। যে কারণে নিজেদের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা করতে বিদেশে গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে মনে করা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে এক খাদ্য সংকট তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় সরকারের এই নিষেধাজ্ঞাকে অনেক দেশ নিন্দা করছে। তবে নিজের দেশের নাগরিকদের খাদ্য সুরক্ষা রক্ষা করা বিশ্বের সব দেশেরই সরকারদের কর্তব।

এবছর এপ্রিলে ভারত রেকর্ড ১৪ লাখ টন গম রপ্তানি করেছে এবং মে মাসে ১৫ লাখ টন রপ্তানি কারার চুক্তি করা আছে, এই পরিমান গম ভারত রাপ্তানি করবে। বিশ্ববাজারে গমের ঘাটতির দিকে নজর রেখেই আপাতত রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে, এবং পরে পরিস্থিতি বিচার করে আবার রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিবে বলে সরকার জানিয়েছে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক : সন্দীপন পণ্ডিত
সহ-সম্পাদক : রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : বিমান সরকার

কবিতা

রাতযাপনের অধ্যায়

- পূর্বালী দে

অনুরোধে থাকেনি যারা, অভ্যাসে যারা নিষ্ক্রিয়
কৃত্রিম অবরোধ ধরে, হেঁটে চলে মিথস্ক্রিয়।
কালঘুমে ঘুণ ধরে, সিঁড়ি থামে অন্তিমে,
নেশাতুর জেগে আছে, থেকে যেও এক টিমে।
বাদুড়ের কারসাজি, ভীতিকে জোর করি,
নিভে যাওয়া শরীর জুড়ে, আরামদের সুরসুরি
আবছা আলো জ্বলে, জাগরনে হয়েছে কাহিল
স্তরে স্তরে রাখা আছে, দক্ষতা প্রমাণে অমিল।

প্রবন্ধ

শব্দ ব্রহ্ম যন্ত্র

....অরুণজিৎ দত্ত

কিনে আনলাম আমার ছোটবেলার শব্দ ব্রহ্ম যন্ত্র।

শব্দই ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম সদা আনন্দময়, তাকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়। ছোটো থেকেই শুনতাম এসব কথা বড়দের মুখে। মাথায় কিছুই ঢুকতো না যদিও। কিন্তু এই রেডিও নামক বস্তুটি আমাকে প্রথম এসব কথার সত্যতা যেন প্রমাণ করিয়েছিল। কেননা এই অদ্ভুত যন্ত্রটা থেকেই বেড়িয়ে আসতো নানান মধুর শব্দ, যা শুনে আমার শিশু মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারতাম না এই যন্ত্রটির ভিতরে বসে কারা এমন করে কথা বলছে, গান গাইছে, শব্দ করছে! যখন আশপাশে বড়রা থাকতো না, তখন এই যন্ত্রটি হাতের নাগালে পেলে সাধ্যমতো নাড়িয়ে ছাড়িয়ে চাপড়িয়ে দেখেছি কতো! কিন্তু তবুও রহস্যের সমাধান হয় নি। তখন আমি মনে মনে নিশ্চিত হয়েছিলাম ঠিকই,শব্দই ব্রহ্ম,তাই তাকে আমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তা শুনে আমি ভীষণ ভাবে আনন্দিত হচ্ছি। সেদিন থেকেই এটি আমার কাছে হয়ে উঠলো শব্দ ব্রহ্ম যন্ত্র।

আমি দেখতাম কেবল আমি নই ; খালি মেঝেতে অথবা মাদুর বিছিয়ে,রাস্তা-ঘাটে, বাড়ির উঠানে, রোয়াকে, দোকানে-বাজারে, সেলুনে সর্বত্রই মানুষ সকাল থেকে এই রেডিওর শব্দে সরগরম থাকতো। সে মহালয়ার পুণ্য প্রভাতই হোক কিম্বা ছুটির দিনের রবিবারের অলস দুপুর, অথবা লোডশেডিংয়ের অন্ধকারেও, আবার পাড়া ঘুমানি রাতে পূর্ণিমার চাঁদে আলোকিত খোলা ছাদেও – রেডিও চালিয়ে সকলেই শুনে চলেছেন খবর থেকে বিনোদন,খেলা থেকে রাজনীতি সবকিছুই। কতো রকমের শব্দ, আর সে সব শব্দের কতো রকমের সুর, ছন্দ,তাল,লয়,ভাষা! এসবের সাথেই সকলের আবেগ,আনন্দ, রোমাঞ্চ মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে যেত।

বড় হওয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারতাম এই রেডিও আমার চিন্তা শক্তিকে বহু গুণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। চোখে দেখে যেকোনো ঘটনাকে খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কানে শুনে কোন ঘটনার প্রকৃতি নির্ধারণ করাটা বেশ কঠিন। যেমন যেমন শোনা, তেমন তেমন বোঝা, সেই মতো মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা আর ভাবনা দিয়ে সে গুলোকে মনের আঙিনায় ছবির মতো করে এঁকে চলা ! তাই তো মনও হয়ে উঠছে আরো অনুভবী, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে শব্দ গুলো ধরতে বুঝতে চাইলেই চিন্তাশক্তির বিকাশ হচ্ছে আপনা হতেই! কল্পনা শক্তি প্রবল হচ্ছে অন্তরে! রেডিও এমন একটা শ্রবণ যন্ত্র যার মাধ্যমে বেদের মতো কেবল শ্রুতি দিয়ে গোটা বিশ্ব ব্রম্হান্ডের সাথে আমার পরিচয় ঘটে গেলো। গোটা দেশের মানুষের মনের ভাবের সাথে আমার মনের ভাবের আদান প্রদান ঘটলো রেডিওর দৌলতেই। আমার দেশের বহু ভাষাভাষীর, বহু ধর্মের, বহু জাতির মানুষ যে আসলে ভারতীয় হিসাবে এক এবং অভেদ এই সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা জন্মে গেলো আমার রেডিওর অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে। এইভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতি রেডিওর হাত ধরে শ্রুতির মাধ্যমে ব্রহ্ম স্বরূপ পৌঁছে গেছিল আমার প্রাণে, মর্মে, মরমে।

আদি গণযোগাযোগের মাধ্যম এই রেডিওর সাথে বাঙালির আত্মিক সম্পর্কটি ছিলো জন্মলগ্নের। যদিও বিরহ মধুর সেই কাহিনী। রেডিওর আবিষ্কর্তা হাসাবে আমরা 'মার্কোনি'র নাম কমবেশি অনেকেই জানি। কিন্তু আসলে যে বিখ্যাত এক বাঙালি বিজ্ঞানী ছিলেন রেডিওর প্রকৃত জনক, 'আচার্য শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু', তা কি আমরা জানি? কিভাবে?তিনিই প্রথম "মার্কারী কোহেরার" আবিষ্কার করেছিলেন, যা হোলো একটি রেডিও তরঙ্গ রিসিভার। ১৮৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় যখন পদার্থবিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গগুলি অধ্যয়নের সাথে তার ব্যবহারিক প্রয়োগেরও কৌশল চালাচ্ছিলেন , তখন মার্কোনি সেই তরঙ্গ রিসিভার কোহেরার অবলম্বন করেই তাকে যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন দীর্ঘ দূরত্বের যোগাযোগের প্রথম যন্ত্র হিসাবে একটি অপারেশনাল দ্বিমুখী রেডিও তৈরি করতে। কিন্তু সেই শ্রেয় কোথাও বাঙালি বিজ্ঞানী পাননি।

বর্তমান যুগে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যা নিজের ডালপালা এমন তীব্র গতিতে বিস্তার করাতে যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে সব থেকে বেশি অবহেলিত হয়েছে এই রেডিও। আজকের যুগে বাড়িতে বসে রেডিও শোনা নাকি পুরাতন পন্থা।

বিবর্তনের জেরে পৃথিবী নিয়ত বদলে যাচ্ছে। তাই নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে আজ মোবাইল ফোনেও ধরা দিয়েছে রেডিও অ্যাপসের মাধ্যমে। নিজেকে সে বিকশিত করে তুলেছে আধুনিক ঢঙে, নতুন বৈচিত্রময় আদলে। অথচ অন্তর জুড়ে তার সেই পুরাতন আভিজাত্য, রুচি, স্বাদ, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ সংস্কৃতি কিচ্ছুটি হারায় নি যেন। আজও রেডিও নামক এই যন্ত্র দিয়েই শোনা যায় অসমুদ্র হিমাচলের আনন্দময় শব্দ ব্রহ্ম ।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তাই রেডিও শোনার পুরোনো অভ্যাসটা আবার নতুন করে গড়ে তুলবোই এই নতুন শব্দ ব্রহ্ম যন্ত্রটির সাথে ।

গল্প

বিবেক আনন্দে জাগো

....অরুণজিৎ দত্ত

আজ খেলায় কে জিতবে ঠাকুর?

ঠাকুর বললেন : দলবদ্ধ ভাবে যে দল আজ পরিশ্রম করে দক্ষতা আর বিচক্ষণার সাথে খেলবে সেই জিতবে।

এবারের পরীক্ষায় সব প্রশ্ন যেন কমন পাই ঠাকুর।

ঠাকুর বললেন : পরীক্ষার সব প্রশ্ন এবার পাঠ্য পুস্তক থেকেই আসবে, ঐটি ভালো করে খুঁটিয়ে পড়া থাকলেই সব প্রশ্ন কমন আসবে।

ঠাকুর সংসারে অর্থকষ্ট না থাকে দেখো।

ঠাকুর বললেন: অপচয় কোরোনা আর লোক দেখানো আতিশয্য কোরো না। নিজের ওজন বুঝে ভোজন কোরো, অভাব হবে না।

ঠাকুর আরো অর্থ দাও।

ঠাকুর বললেন: টাকা থাকলে চোখ কান খোলা রেখে নিজের বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণার সাথে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করো, অর্থবৃদ্ধি হবে।

ঠাকুর মনে আনন্দ পাবো কিসে ?

ঠাকুর বললেন : সেবায়। জীব সেবাতেই পরমানন্দ রে। অন্যের আনন্দেই যে নিজের আনন্দ। মুখের কথা নয় গো, একবার উপলব্ধি করে দেখ, কি আনন্দ, কি মজা।

ঠাকুর বিশ্বাস কি?

ঠাকুর বললেন : তিনি, যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তুমিও তাঁরই সন্তান। আর মহাপ্রকৃতি – যিনি ব্রহ্মাণ্ড'র সর্ব শক্তির আধার, তাঁর শক্তিই তোমার অন্তরে। এটাই তো বিশ্বাস।

ঠাকুর বিবেক দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।

ঠাকুর বললেন : আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।

ঠাকুর কিছু একটা চমৎকার করে দাও জীবনে।

ঠাকুর বললেন : জীবন অনিত্য, মৃত্যুই একমাত্র নিত্য। ২৪ ঘন্টা ৩৬৫ দিন একটানা একটা মেশিন নিরন্তর চলছে জীবনপ্রদীপ হয়ে। মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলেই জীবনের ইতি – মৃত্যু। তাই যতক্ষণ প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, ততক্ষণই জীবনের সবচেয়ে বড় চমৎকার ঘটে চলেছে। মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো। তাঁর হতেই রিমোট। তিনিই ইচ্ছে মতো রিমোর্টের স্টার্ট বোতামটা টিপে জীবনের গানটা চালাচ্ছেন, আবার যেই রিমোটের স্টপ বোতামটা টিপছেন জীবনের গান বন্ধ, মুহূর্তে যিনি চেয়ারের বাইরে তিনিই আউট। এর চেয়ে বড় চমৎকার আর কি হতে পারে?

ঠাকুরের কথায় এক নিমেষে মনের যত অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভয় থেকে ভক্তি – সব অন্ধকার যেন কেটে গেলো। মনের আকাশ ঝলমলে না হলে জ্ঞানের কিরণ সেখানে প্রবেশ করে না। বদ্ধ মনের ঘরের সব জানলা দরজা না খুললে শুদ্ধ বাতাস আসবে কোথা থেকে! আর নিজের এই জ্ঞান, চেতনা জাগ্রত করতেই মনকে শান্ত বা ধ্যানস্থ করতে হয়। একমাত্র একাগ্র চিত্তেই জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বোধে উপলব্ধ হয়। সাধারণ দুর্বল চিত্ত মানুষের পক্ষে এই অনুশীলন কষ্ট সাধ্য। তখন অহেতুকী ভক্তি ভরে কোনো এক ঐশ্বরিক কৃপার প্রার্থনা করে মন। আমরা নিজেরা অপরিষ্কার জায়গায় থাকতে পারি না, তবে মনকেও তো পরিষ্কার রাখতে হবে না কি? ভক্তিরসে মন স্বচ্ছ হয় পরিষ্কার জলধারার মতো – তখন মনের অহংকার, জটিলতা,আকর, বিকার সবই সেই ভক্তি জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। প্রকৃতি যেমন সহজে সরলে সাদা কাগজের মতো নির্মলতায় আমাদের জীবনসৃষ্টি করেছিলেন, তখন ঠিক তেমন অবস্থাতেই ফিরে আসে মন সদ্যজাত শিশু মনের মতো পবিত্রতায়। তখন আনন্দ, দুঃখ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, ভোগ, ত্যাগ, দুর্ভোগ এসব মায়া-মোহের ভ্রান্ত ধারণাতে মন আর কোনো ভাবেই প্রভাবিত হয় না, সে বুঝে যায় এ সব কিছুই মনের কেবল একটা স্থিতিমাত্র, আর কিছুই নয়। তখনই তো চেতনার চৈতন্য উদয় হয় আমাদের।

আসলেই ঈশ্বরের কোথাও কোনো বুজরুকি, ধাপ্পাবাজি, লোকদেখানি অস্তিত্ব নেয়। আমাদের বিবেক বোধেই আছেন তিনি পরমানন্দে। লোকশিক্ষা দিতে এমনই সুচেতনার বার্তা গোটা জীবন জুড়ে নানান ভাবে দিয়ে গেছেন নরেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাই তো বিশ্ব তাঁকে চিনেছিল বিবেকানন্দ নামেই। এই নাম তিনি জন্মসূত্রে পান নি কিন্তু, তাঁর কর্ম আর জীবনাদর্শ দিয়ে তিনি এই নামে ভূষিত হয়েছিলেন । নাম তো আমাদের সবার আছে, কিন্তু নিজের জীবনে নিজের নামটুকুকেই সার্থক করতে আমাদের গোটা জীবন কেটে যায়, তবুও পারি না। সেখানে কর্মযোগে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করে গেছিলেন যেসব মহামানব তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম। তাঁর জন্মদিন পালন, তাঁর নামের স্লোগান, জয়গান, তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, রাস্তায় তাঁর নামে পদযাত্রা-এসবই উপলক্ষ মাত্র। তাঁকে জানতে গেলে শুধু বই পড়ার মতো তাঁর জীবনী পড়ে তাঁকে আলমারিতে সাজিয়ে রাখলেই হবে না। তাঁর যুক্তিবাদী মনের চিন্তা,চেতনাকে আত্মস্থ করার অনুশীলন করতে হবে আমাদের নিজেদের বোধে, চেতনাতে। তাঁর নিস্বার্থ ও নিঃশর্ত জীবের সেবা কর্মকে আমাদের নিজেদের জীবনের ধর্ম করে তুলতে হবে। এসব কথা মুখে বলে দিলাম আর হয়ে গেলো এমন রাতারাতি কোনো চমৎকার নয়। বিবেকানন্দ আসলে আমাদের নিজের বিবেকে এক শুভ শক্তির প্রকাশ ও তাকে ধরে রাখার নিয়মিত চর্চা, যা আমাদের পরমানন্দের সন্ধান দেবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের বিবেকে আনন্দ 'র আসনখানি পাতা থাক।।

উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ ও নদী থেকে বালি পাচার রোধে রাজ্য বনদপ্তরের ২২টি টিম

কোচবিহার: ডুয়ার্সসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোনও নদী থেকে বালি-পাথর তোলা যাবেনা। এমনই নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য বনদপ্তর। বনদপ্তর যেমন নিজেরা এই বালি-পাথর তুলবেনা বা বেড রয়্যালটির জন্য বণ্ড দেবেনা তেমনি কেউ চোরাপথে তুলে তা পাচার করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। জঙ্গলের কাঠ মাফিয়াদের ধরতেও সক্রিয় হচ্ছে বনদপ্তর। বালি-পাথর এবং কাঠ পাচার রুখতে রাজ্য বনদপ্তরের ২২টি টীম কাজ করছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এই ২২টি সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি(ফরেস্ট)।উত্তরবঙ্গে এই অপারেশনের বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন সিসিএফ(নর্থবেঙ্গল)। তাঁকে সাহায্যের জন্য রয়েছেন চারজন এসিএফ। এছাড়াও টিমে রয়েছেন ডিএফও, রেঞ্জার, বিট অফিসার ও ফরেস্ট গার্ড।

গত কয়েকমাসে উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত জঙ্গলের ভিতরের নদী থেকে বালি-পাথর তুলে অবাধে পাচার করছে দুষ্কৃতীরা। কোচবিহারের রসিকবিল থেকে জলপাইগুড়ির গরুমারা, কোন বনাঞ্চলই পাচারকারীদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। বালির সাথে কাঠ পাচার করে জঙ্গল ফাঁকা করে দিচ্ছে এই পাচারকারীরা। ১৩ এপ্রিল কামাখাগুড়ি-রসিকবিলের রাস্তায় একটি গাড়ি থেকে প্রচুর সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়। রসিকবিলের বনাঞ্চল থেকে ঐ কাঠ কাটা হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুদিন আগে শালডাঙ্গা থেকে কাঠ বোঝাই ভ্যান ধরা পড়ে।

আলিপুরদুয়ারের অসম-বাংলা সীমান্তে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সংকোশের গতিপথই আটকে দিয়েছিল পাচারকারীরা। সংকোশ নদীতে ট্রাক্টর-পকলিন নামিয়ে পাচারকারীরা বালি-পাথর তোলায় ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়েছিল দুই রাজ্যের বনাঞ্চল। আলিপুরদুয়ার জেলায় গত দুই সপ্তাহে বালি-বজরি বোঝাই ছয়টি গাড়ি ধরা হয় ও সেইসাথে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গত একমাসে বালিভর্তি ট্রাক, আর্থমুভার, বালি তোলার কাজে ব্যবহৃত পকলিন বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু সড়ক নয় রেলপথেও কাঠ পাচার চলে অবাধে।বনমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গকে করিডর করে গাড়িতে কাঠ পাচার বন্ধেও আমাদের টিম কাজ করবে।

মামলার নোটিস পাঠাতে নির্দেশ সিবিআইকে

কলকাতা: আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এখনও পর্যন্ত সিবিআই দফতরে হাজিরা দেননি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী। এই ঘটনা পরেই সিবিআইকে মামলার নোটিস পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরেশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস জারির ভাবনাচিন্তা চলছে বলে আগে থেকেই জানা গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ মে রাত ৮টার মধ্যে সিবিআইয়ের দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী। এবং খবর কানে আসতেই মন্ত্রীবাবু বলেছিলেন, ওই সময়ের মধ্যে কলকাতায় ফিরতে পারবেন না তিনি। তাই সন্ধ্যে বেলায় মেয়ে অঙ্কিতা নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে চলে আসেন মন্ত্রীবাবু। সেখান থেকেই কলকাতাগামী ট্রেনে উঠেন পরেশ অধিকারী। কিন্তু গতকাল সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেস পৌঁছলেও সেই ট্রেনে ছিলেন না পরেশ অধিকারী বা তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা। ট্রেনে থাকা এক রেলকর্মীর দাবি, শিয়ালদহে না এসে সম্ভবত বর্ধমানে নেমে গিয়েছিলেন মন্ত্রী এবং তাঁর মেয়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, স্টেশন থেকে বর্ধমান সার্কিট হাউসে পৌঁছলেও বিকেল থেকে আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ।

গরমের ছুটির মাঝেও মিলবে মিড ডে মিল, জনাল শিক্ষা দপ্তর

কলকাতা: চলছে গরমের ছুটি এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও মিলবে মিড ডে মিল এমনটাই জানাল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জেলাশাসকদের পাশাপাশি কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকেও পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। প্রসঙ্গত এই প্রথমবার সরকারি তরফে গরমের ছুটিতে পড়ুয়াদের দেওয়া হবে মিড ডে মিল।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক পড়ুয়াকে মাথাপিছু ২ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ২৫০ গ্রাম ডাল কিংবা ছোলা জাতীয় শস্য, ২৫০ গ্রাম চিনি এবং একটি করে সাবান দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ তারিখ থেকেই এই মিড ডে মিল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে গ্রীষ্মের শুরু থেকেই তীব্র দাবদাহে জ্বলছে রাজ্য। অন্যবারের তুলনায় চলতি বছরে গরমের তেজ অনেকটাই বেশি। সে কথা মাথায় রেখেই সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গরমের ছুটি আরও ১১ দিন বাড়িয়ে মোট দেড় মাস টানা ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ছুটি ঘোষণার পর থেকে কার্যত মন খারাপ পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যেই করোনার জেরে একটানা প্রায় দু'বছর বন্ধ ছিল সমস্ত স্কুল। চলতি বছরের শুরুর দিকে সবে খুলেছে স্কুলের দরজা।

কয়েক মাস স্কুল হতে না হতেই ফের দেড় মাসের জন্য গরমের ছুটি। অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যে মিড ডে মিল চালু হয়েছিল, ফের গরমের ছুটির কোপে তা বন্ধ হতে বসেছিল। এমতাবস্থায় পড়ুয়াদের সহায় হয়েছে রাজ্য সরকার। একটানা এই ৪৫ দিন যাতে তাদের মিড ডে মিল বন্ধ না থাকে তার জন্যই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

পদত্যাগ করলেন এসএসসি চেয়ারম্যান

কলকাতা: এই মুহূর্তে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় কাজ চলছে তৎপরতার সাথে। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করছে সিবিআই, তখন আচমকাই পদত্যাগ করলেন এসএসসি চেয়ারম্যান। নিয়োগ বিতর্কের মাঝেই ইস্তফা। দায়িত্ব নেওয়ার চার মাসের মধ্যেই সরে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ মজুমদার। সূত্রের খবর এসএসসি চেয়ারম্যান পদে আইএএস-কে বসাতে চায় সরকার।

ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এসএসসি'র চেয়ারম্যান করে আনা হয়েছিল। বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই পদত্যাগ করলেন তিনি। স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব মনীশ জৈনের কাছে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থ। সূত্রের খবর, সরকার নতুন করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পদাধিকারীদের ঢেলে সাজাতে চায়। সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর প্রতি অনাস্থা আন্দাজ করেই দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যে ইস্তফা দিলেন এসএসসি চেয়ারম্যান।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ভার্চুয়ালি হাইকোর্ট থেকে সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিচারপতি। অঙ্কিতার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন। যার ভিত্তিতে একেবার স্পষ্ট হয়ে যায়, মামলাকারীর চেয়ে কম নম্বর পেয়েও চাকরি পেয়েছেন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা। এর পরের দিনই তাঁর এই ইস্তফা নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

শুরু হতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলাচল

কলকাতা: করোনা আবহে দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিল ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগ। ২৬ মাস পর ফের চালু হচ্ছে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস। আগামী ২৯ মে থেকেই এই দুই ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে বলে রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর।

২০০৮ সালে বাংলা নবর্ষের দিনে প্রথম ভারত-বাংলাদেশ যাত্রিবাহী ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু, ২০২০ সালে কোভিড সংক্রমণ মাথাচাড়া দিতেই ওই বছর ১৫ মার্চ থেকে ভারত-বাংলাদেশ যাত্রিবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় রেল মন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ রেল দফতর। ওই চিঠিতে তারা যাত্রিবাহী ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দেয়। এই বিষয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো রেল মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর পরেই গত ১৫ মার্চ ঢাকায় পাঠানো জবাবি চিঠিতে কোভিডবিধি মেনে যাত্রিবাহী ট্রেন চলাচল চালু করার বিষয়ে সম্মতি জানায় ভারতীয় রেল মন্ত্রক।

১৭০ বছরের বাড়ির টানেই পর্যটকরা আসেন তেন্দ্রাবনে

কালিম্পং: ১৮৫২ সালে পাইন বনের মাঝে কাটুস ও টুনি কাঠ দিয়ে কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত তেন্দ্রাবনে এই বাড়িটি তৈরি করেন লেপচারা। এই ধরনের এই তল্লাটে তখন ছিলনা। আর এখনও খুব একটা নেই। এখনও এই বাড়িটির টানে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে এই এলাকায়।

স্থানীয়রা জানান, লেপচাদের সংগীতে ব্যবহৃত যন্ত্র তেন্দ্রার নাম থেকেই এই তেন্দ্রাবন নাম এসেছে। ১৮৫২ সালে লেপচা হস্ত শিল্পের অপূরূপ কারুকার্যের নিদর্শন এই বাড়িটি একসময়ে প্রার্থনাগৃহ হিসেবেও ব্যবহৃত হত। দুই কক্ষ বিশিষ্ট এই বাড়িটির নিচের অংশ গবাদি প্রাণী রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে গেস্টদের এই বাড়িতে এনে রাখা হত। বাড়িটির বর্তমান মালিক লরেন্স লেপচা বলেন, ১৯৫০-এর দশকে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা এই বাড়িটিকে উপাসনা গৃহ হিসেবে ব্যবহার করতেন। সংস্কারের পর বর্তমানে বাড়িটিতে পাঁচটি কাঠের ঘর সহ একটি কাঠের বারান্দা রয়েছে। একটি ঘর উপাসনা কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৭০টি বছর পার করা এই বাড়িটি নিয়ে স্থানীয়দের আবেগ ও জনশ্রুতি কিছু কম নয়। বহুদিন থেকেই গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এই বাড়িটি। হোমস্টের সুবাদে দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরাও ঐতিহ্যবাহী এই বাড়িটিকে দেখে অবাক হয়ে যান। লরেন্স লেপচা বলেন, পর্যটকদের স্থানীয় রীতিনীতি মেনে ধুপধুনো দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ছোট পাহাড়ী মৌমাছির চাক ও মোম। তাঁদের বিশ্বাস এই ধুপধুনোর মাধ্যমেই রোগব্যাধি দূর হয় এবং অথিতিদেরও মঙ্গল হয়। এই আতিথেয়তার টানেই পর্যটকরা এখানে আসেন।

ব্ল্যাক রাইসের নতুন দিগন্ত দেখাচ্ছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

কোচবিহার: ওষধি ধানের পর এবার ব্ল্যাক রাইস বা কালো ধান। এই কালো ধানের চাষে নতুন দিগন্ত উঁকি দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়।কৃষি বিজ্ঞানী অশোক সাহার তত্ত্বাবধানে শস্য বিজ্ঞান বিভাগ প্রায় ছয় বছর ধরে এই গবেষণা করছে। প্রায় ৩১ প্রজাতির কালো ধানের আবাদ চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই চাষ সম্পূর্ণ জৈব নির্ভর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, ব্ল্যাক রাইসের উমবেগ, সেমপাগ, পইরিটন প্রভৃতি প্রজাতি রয়েছে। এরমধ্যে উমবেগ, সেমপাগ, পইরিটন প্রজাতির ধানের চাষে চাষিদের আগ্রহ বেশি।বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগ জানিয়েছে,৩১টি প্রজাতির কালো ধানের মধ্যে ৩০টি হল খারিফ মরশুমের ধান। বছরখানেক আগে কটক থেকে ন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো চালের গবেষণা পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে বলে অশোকবাবু জানান।

অশোকবাবু আরও বলেন, জৈব সার নির্ভর হওয়ায় এই ধানের চাষে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সাদা চালের তুলনায় কালো চালের পুষ্টিগুণ কয়েকগুণ বেশি। এছাড়া এর অনেক ওষধি গুনও রয়েছে। প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলসহ এই চালে প্রায় ১৮ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। হার্টের রোগীদের জন্য এই চাল বিশেষ উপকারী। ওজন কমাতে এই চালের জুড়ি মেলা ভার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সূত্রের খবর কালো ধান চাষ করে বিঘাপ্রতি ৮-১২ মণ ফলন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত দাম না মেলায় খুব কম সংখ্যক চাষি স্বল্প পরিমাণে এই ধানের চাষ করে। অশোকবাবু বলেন, এই কালো চালের রপ্তানি ঠিকঠাক হলে কৃষকরা লাভবান হবেন।

শিলিগুড়ির গর্ব সুমন আজ টলি ইন্ডাস্ট্রিতে এক সফল নাম

শিলিগুড়ি: বধূবরনের অস্ত্র, নকশিকাথাঁর যশ বা ক্ষীরের পুতুলের রাজা সামন্ত সিরিয়ালের দৌলতে সুমন দে আজ এক পরিচিত নাম। তবে খুব কম লোকেই জানেন জনপ্রিয় এই অভিনেতা সুমন দে শিলিগুড়ির ছেলে। প্রথম জীবনে মডেল থাকলেও আজ তিনি একজন সফল অভিনেতা। তবে অভিনয় জগতে কোন গডফাদার না থাকায় তাঁর এই সফর খুব একটা সুখকর ছিলনা।

ছোটবেলায় হিরো হওয়ার শখ থাকলেও শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একবার একটি ফ্যাশন শোতে মডেলিং করার ইচ্ছে হয় তাঁর। তারপর বন্ধুদের উৎসাহে একটি মডেলিং ক্লাসে ভর্তি হন সুমন। তারপর ২০০৩ সালে মার্গারেট স্কুল থেকে দশম শ্রেণি পাশ করে বেঙ্গালুরুতে পড়তে যাওয়া। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি তামিল, কন্নড় ও মালায়ালাম বিজ্ঞাপনে কাজের সুযোগ পেয়ে যান তিনি। এখান থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। এরপর থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান সুমন। পরবর্তীতে ২০১০ সালে অভিনয়কে ক্যারিয়ার করতে মুম্বই পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর কঠোর পরিশ্রম। আন্ধেরির এক কামরার ঘর থেকে বেহালায় নিজের ফ্ল্যাট কেনার পেছনে কতটা পরিশ্রম রয়েছে সেকথা বলতে গিয়ে সুমন জানান, কখনো জিম ট্রেনারের কাজ আবার নাইট শিফটে একটি কোম্পানিতে কাজ করে অডিশন দিয়েছি। প্রথম প্রথম এতবার রিজেক্ট হয়েছি যে বাবা বলেছিলেন শিলিগুড়ি চলে আসতে। মাতা কি চৌকি একটি হিন্দি সিরিয়ালে কাজের সুযোগ পাই। তারপর ২০১০ সালে একটি সিরিয়ালে অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতায় আসা। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

তবে এতটা জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও নিজের শহরে হেঁটেই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পছন্দ সুমনের। তাই প্রতিবারই পুজোর সময় শহরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে চলে যান তিনি। ছেলের এই সাফল্যে খুশি বাবা সুবল দে ও মা অঞ্জনা দে।

উচ্চশিক্ষা দফতরের যৌথ টিম মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন

পার্থ নিয়োগী

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের যৌথ টিম মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন গত ১১ ই মে।

পরিদর্শক দলের চেয়ারম্যান বিধায়ক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এদিন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখেন। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিদর্শক দলের সদস্য হিসেবে আরও ছিলেন বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. মানিক ভট্টাচার্য, জনাব মহ. আলী, জাফিকুল ইসলাম, জীবনকৃষ্ণ সাহা, সুশান্ত মাহাতো, জয়েন্ট ডিপিআই ড. মলয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিনিধিদল পরিদর্শনে এলেন। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. মিতা ব্যানার্জী প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। তিনি মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিকাঠামো ও অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং সাঁওতালি বিষয়ে স্নাতক স্তরে পাঠদান করা হয়। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড সময়ে - মাত্র ২৬ দিনের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিনিধি দল এদিন বিভিন্ন বিষয়ের কো অর্ডিনেটর এবং ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিকাঠামো ও অন্যান্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন কমিটির সদস্যরা।

বর্তমান উপাচার্য দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীও আধিকারিক পদ সৃষ্টি করার পক্ষে সওয়াল করেন। সামগ্রিকভাবে স্ট্যান্ডিং কমিটি ও উচ্চশিক্ষা দফতরের যৌথ টিমের এই পরিদর্শনে মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কোচবিহার মেতে উঠল রাজ আমলের শিব যজ্ঞে

পার্থ নিয়োগী

সালটা ১৯৪৮ সবে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সারা বিশ্বময় হাহাকার। পৃথিবীর এই রুপ দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর। বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গল কামনায় কি করা যায় সে চিন্তাই ঘুরপাক খেতে লাগল তার মাথায়। পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হলেন তিনি। যেহেতু ভগবান শিব ছিলেন শান্তির দেবতা। আর কোচবিহারের মহারাজাও ছিলেন শিব ভক্ত। তাই পন্ডিতরা বিধান দিলেন ভগবান শিবের যজ্ঞ করার। আর সেই কথা শুনে এখানকার ও অসমের কিছু ব্রাক্ষণ কে দিয়ে ১৯৪৮ সালে শুরু করলেন এই শিব যজ্ঞ। এটাই ছিল কোচবিহারের রাজ আমলের শিবযজ্ঞের শুরুর ইতিহাস জানালেন কোচবিহার শিবযজ্ঞ কমিটির বর্তমান সভাপতি বর্ষীয়াণ জয়শংকর ভট্টাচার্য।

তার কাছেই শোনা গেল প্রথম দিকে এই যজ্ঞ অক্ষয় তৃতিয়ার দিন থেকে শুরু হোতনা। যজ্ঞ শুরুর সাত আট বছর পর হঠাৎ কামাখ্যা থেকেএক সন্যাসীর আর্বিভাব হয়। সেই সন্যাসী বলেন স্বয়ং কামাখ্যা মা তাকে পাঠিয়েছেন এটা জানাতে যে এই যজ্ঞ অক্ষয় তৃতিয়ার দিন থেকে শুরু করার জন্য। এরফলে এই যজ্ঞ অক্ষয় লাভ করবে। তারপর থেকে এই শিব যজ্ঞ অক্ষয় তৃতিয়ার দিন থেকে শুরু হয়। জয়শংকর বাবুর কথায় বিশ্বের আর কোথাও এত বছর ধরে টানা এমন যজ্ঞের ইতিহাস নেই। আর আগে রাজারা করতেন রাজসুয় যজ্ঞ,অশ্বমেথ যজ্ঞ তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্ত কেবলমাত্র সারা বিশ্বের মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য এমন যজ্ঞের নজির আর কোথাও নেই। এখানেই কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের উদারতা। তাই এখানকার যজ্ঞের সংকল্প আজও বিশ্ব ব্রক্ষ্মান্ডের নামে করা হয়। দেখতে দেখতে ৭৫ বছরে পা দিল এই শিব যজ্ঞ।

যজ্ঞকারীদের সাথে থাকেন মোট পাঁচ জন পুজক। এরমধ্যে একজন থাকে প্রধান পুজক ও বাকি চারজন সাধারন পুজক। এরা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা দেবতার পুজো করেন। গত দুই বছর করোনা অতিমারির জন্য সর্বসাধারণ অংশ নিতে পারেনি এই শিব যজ্ঞে। তারওপর এবার ৭৫ তম বর্ষ । স্বাভাবিক ভাবেই এবারের শিবযজ্ঞ ঘিরে উন্মাদনা ছিল একটু বেশিই। শিবযজ্ঞ মন্দির প্রাঙ্গণে ছিল ভগবান মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিরুপের প্রদর্শনী। ছিল সাংস্কৃতিক মঞ্চ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অংশ নেওয়া শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দ্রাবলি রুদ্র ও অদিতি মুন্সী। এর আগে এবারের শিবযজ্ঞ শুরুর আগের দিন এক বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে শিবযজ্ঞ কমিটির উদ্যোগে। এই পদযাত্রায় কোচবিহারের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে পা মেলান খোদ কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তবে শিবযজ্ঞ কমিটির তরফে বর্তমান সভাপতি জয়শংকর ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ গত বছর মুখ্যমন্ত্রী শিবযজ্ঞ মন্দির পরিদর্শনে এলে মন্দির কমিটির কাছে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে চাইলে, মন্দির কমিটির তরফে বলা হয় তাদের ভোগঘড় খুব ছোট এবং প্রত্যেক বছর যজ্ঞের সময় বিভিন্ন সাধুরা এখানে আসে ফলে তাদের থাকার জায়গার অভাবের কথা। মুখ্যমন্ত্রী এরপর জানতে চান কত টাকা লাগতে পারে এগুলো করার জন্য ? শিবযজ্ঞ কমিটির তরফে এক কোটি টাকার বাজেটের কথা বলা হয়। তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তক্ষনাত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এক কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন। সেই টাকায় তৈরী করা হয় ভোগঘড় সহ বসে প্রসাদ খাবারের জন্য বিশাল ডাইনিং রুম ও শিবযজ্ঞের সময় আগত সাধুদের জন্য থাকার ঘড়। যা এবারের ৭৫ তম বর্ষের শিবযজ্ঞে দারুনভাবে কাজে লেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য আর এক ইন্দিরা

কুমার মৃদুল নারায়ণ

রবীন্দ্রনাথের আর এক স্নেহধন্য ইন্দিরা–কোচবিহারের ইন্দিরার কথা কজনই বা জানে। জন্মসূত্রে স্বাধীন কোচবিহার রাজপরিবারের সু-সন্তান এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে ত্রিপুরা রাজপরিবারের নিকটাত্মীয় ইন্দিরা রায় নারায়ণ। রাজ আমলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ও রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তার অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও বহু লোক এখনোও তার সম্পর্কে জানে না। তিনি ছিলেন কোচবিহার রাজবংশের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের পৌত্র কোচবিহার রাজ্যের প্রথম সিভিল সার্জন ডঃ কুমার ভবেন্দ্র নারায়ণের কন্যা ।তার মায়ের নাম ছিল মৃণালিনী দেবী। মৃণালিনী দেবী ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা ইশানচন্দ্র মানিক্যবাহাদুরের দ্বিতীয় সন্তান নবদ্বীপমানিক্য বাহাদুরের মেয়ে। ভারত বিখ্যাত সুরকার ও শিল্পী শচীন দেববর্মন ছিলেন ইন্দিরা নারায়ণের মামা। ডঃ কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ এবং মৃণালিনী দেবীর তৃতীয় সন্তান ইন্দিরা নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে, কুমিল্লায়। শৈশবকাল থেকেই ইন্দিরা নারায়ণ পড়াশুনা ও সংগীতচর্চায় মেধাবী ও পারদর্শী ছিলেন। তার শৈশবের ও কৈশোরের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল কুমিল্লায় এবং মাঝেমাঝে মামাবাড়ি ত্রিপুরা রাজপরিবারে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারে থাকাকালীন তার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল।প্রাথমিক শিক্ষালাভ শুরু হয় কুমিল্লায়। এরপরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে চট্টগ্রাম ডিভিশনে ডিভিশনাল স্কলারশিপ লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন কলকাতায় । ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়ে যান তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত ডায়সেশন কলেজে। কলকাতায় থাকাকালীন মামাবাড়ির সূত্র ধরে ইন্দিরার যাতায়াত শুরু হয় শান্তিনিকেতনে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এবং স্নেহেছায়ায় আসেন। ক্রমান্বয়ে ১৯২৪ সালে আই.এ এবং ১৯২৬ সালে বি.এ তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপরে তিনি ফিরে আসেন কোচবিহারে। রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটের আগমনে খুশির জোয়ার আসে এবং মহারানি/রাজমাতা ইন্দিরা দেবী তার এই সাফল্যে খুশি হয়ে তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং যথাযথ মর্যাদা সহকারে ইন্দিরা নারায়ণকে “লেডি কম্পানিয়ন” উপাধি দেন ১৫ই মে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। শুধু তাই নয় শিক্ষানুরাগী মহারাজা ও রাজমাতার আদেশে তাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় ল্যান্সডাউন হলে। নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্ব ছিল তৎকালীন সুনীতি কলেজের সহকারি শিক্ষক যদুবাবুর উপর। ইংল্যান্ড থেকে বাঁধানো কাপড়ে সোনার ঝালর মোড়া মানপত্র দিয়ে তাকে সম্মান জানানো হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৭। এরপরই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মহারাজার এডিসি পূর্ণানন্দ রায়ের(ফনি) সঙ্গে। রাজপরিবারের সঙ্গে পূর্ব থেকেই ইন্দিরা রায় নারায়ণের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও বিয়ের পর সেই ঘনিষ্ঠতা আরও পোক্ত হয়। এই দম্পতির চার সন্তান ছিল ।প্রথম দুই সন্তান অল্প বয়সে মারা গেলেও তৃতীয় সন্তান অনিল রায় এবং চতুর্থ সন্তান অমল রায় সুনামের অধিকারী ছিলেন। অমল রায় ছিলেন প্রখ্যাত সেতার বাদক। অনিল রায়ের সুযোগ্য পুত্র আশিষ রায়।

ইন্দিরা রায় নারায়ণ মহারানি ইন্দিরা দেবী সাহেবার খুবই প্রিয় পাত্রী ছিলেন।খুব ভরসা করতেন তাকে। রাজকুমার, রাজকুমারীদের তিনি ছিলেন প্রিয় ইন্দুপিসি। রাজকুমারী ইলা, গায়ত্রী, মেনকা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হলে অভিভাবিকা হিসাবে মহারানী সাহেবা ইন্দিরা রায় নারায়ণকে পাঠিয়েছিলেন। রাজকুমারীরা পড়া শেষ করে ফিরে আসলেও ইন্দিরা রায় নারায়ণ সেখানে প্রায় আড়াই বছর কাটান। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ওখানকার বিশিষ্ট নাগরিক এবং আবাসিকদের সঙ্গে তার একটা সখ্যতা এবং হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কবিগুরুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রীও হয়ে ওঠেন তিনি। কবিগুরুর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় শান্তিনিকেতন পাঠরত ছিলেন জহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা নেহরু। তার সঙ্গেও ইন্দিরা রায় নারায়ণের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শেও তিনি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং গান্ধীজী তাকে দেশসেবার পরামর্শ দেন। শান্তিনিকেতন

ছেড়ে আসার পরেও ইন্দিরা রায় নারায়ণের সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্ক চিরকাল বজায় ছিল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে কবিগুরু সঙ্গে তার চিঠির আদানপ্রদান হত। কবিগুরুর আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালের ২৫শে এপ্রিল সপরিবারে কবিগুরুর অন্যতম স্নেহভাজন ভাইঝির বিয়েতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিজয়ার শুভেচ্ছা, গরমে শিলং-এ ঘুরতে যাওয়া, কবিগুরুর অসুস্থতা সবকিছুই তাদের মধ্যে আদান-প্রদান হত চিঠির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম ৩৬ খানা চিঠি ইন্দিরা রায় নারায়ণকে পাঠিয়েছিলেন। কবিগুরুর মৃত্যুর পরেও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ইন্দিরা রায় নারায়ণের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তার প্রমাণ মেলে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী, প্রতিমা দেবীর প্রেরিত চিঠি। ১৯৪২সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রতিমা দেবীর পাঠানো চিঠি দেখলেই বোঝা যায় তাদের আন্তরিক সম্পর্কের নির্যাস ।

অন্যদিকে কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়নি কোনদিন। স্বামী, সন্তান, রাজপরিবার সব কিছুকে নিয়েই সুন্দরভাবে তিনি সামলে চলতে পারদর্শী ছিলেন। মহারানি ইন্দিরা দেবীর প্রিয় পাত্রী ইন্দিরা রায় নারায়ণ রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি থাকায় বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজকুমারী গায়ত্রী দেবীর বিবাহে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কন্যাযাত্রী হিসেবে তিনি গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে জয়পুরেও গিয়েছিলেন। এর পরে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেন বিভিন্ন সেবামূলক সামাজিক কাজে। মহিলা সমিতি গঠন ও নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি অল ইন্ডিয়া ওমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার শাখার সভাপতি ছিলেন। সেই সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী পামেলা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে। ভালো সখ্যতাও ছিল তার সঙ্গে। ভারত ভুক্তির পরেও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, হসপিটাল, রেডক্রস সোসাইটি মত অনেক প্রতিষ্ঠনে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ।

তার জীবদ্দশাতেই স্বচক্ষে দেখে যান কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যু। জরুরি অবস্থার সময় গায়ত্রী দেবীর কারাবাস তাকে খুব মর্মাহত করেছিল। জয়পুরের রাজমাতা গায়েত্রী দেবী তিহার জেলে কারাবাসকালে তার প্রিয় ইন্দুপিসি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানান ইন্দিরা রায় নারায়ণের নাতি আশিষ রায়। ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই ৭৫ বছর বয়সে তিনি সিলভার জুবিলি রোডের নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। সেই সাথে অবসান হয়ে গেল কোচবিহার রাজ পরিবারের তথা রাজ্যের এক বর্ণময় চরিত্রের।

নানা গুণের অধিকারী ইন্দিরা রায় নারায়ণ তার দক্ষতায় সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে আসা খুবই গৌরবের বিষয়। খুব কম লোকেরই এই সুযোগ হয়।রবীন্দ্রনাথের পাঠানো চিঠি ঐতিহাসিক দলিল। এই ঐতিহাসিক দলিলগুলি আগলে রেখেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি নাতি আশিষ রায়। তিনি জানান, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠানো ৩৬ খানি চিঠি তাদের সংগ্রহে ছিল। সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে বা হারিয়ে গিয়ে এখনো ৯খানা চিঠি তাদের সংগ্রহে আছে। প্রতি বৎসর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে লকার থেকে চিঠিগুলি বের করে উৎসুক আগ্রহীদের চাহিদা মেটান বলে জানান আশিষবাবু।

এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৪৪১ কোটি টাকার রাইটস ইস্যু

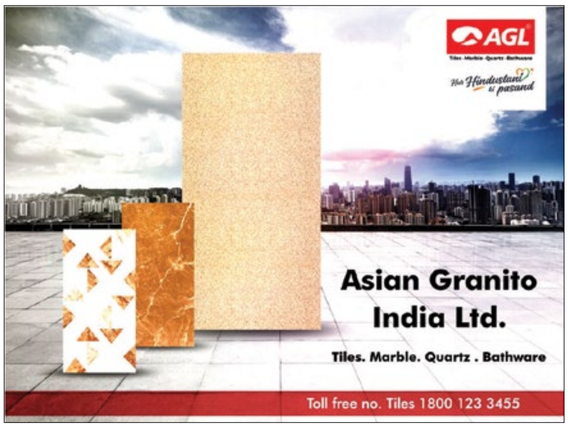

কলকাতা: এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেড ঘোষণা করেছে যে তার রাইট ইস্যু ৪৪১ কোটি টাকা সফলভাবে বন্ধ করা হয়েছে। রাইটস ইস্যুটির পাবলিক অংশটি ১.৩৮ বারের বেশি সাবস্ক্রাইব হয়েছে ৬.৮৭ কোটি শেয়ার বা রুপির জন্য বিড গ্রহণ করেছে। ৪৩২ কোটি টাকা দরপত্র পাওয়া গেছে। কোম্পানিটি ৮.৮৯ কোটির বেশি শেয়ার বা ৬.৯৯ কোটি শেয়ার বা ৪৪১ কোটি টাকা অফার করা হয়েছে, যা ১২৭%-এর বেশি সদস্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। ইক্যুইটি শেয়ারের বরাদ্দ ১৯শে মে, ২০২২ তারিখে বা তার কাছাকাছি হবে। রাইট শেয়ারগুলি ২৪ মে, ২০২২-এ বা তার কাছাকাছি বিএসই এবং এনএসই-তে তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাইটস ইস্যুর অধীনে ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি শেয়ারে ৬৩ টাকা মূল্যে দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানির রাইটস ইস্যুটি ২৫ এপ্রিল, ২০২২ থেকে ১০ মে, ২০২২ পর্যন্ত সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। রাইটস ইস্যুটির আয় জিভিটি টাইলস সহ ভ্যালু অ্যাডেড লাক্সারি সারফেস এবং বাথওয়্যার সেগমেন্টে কৌশলগত মেগা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থায়নে ব্যবহার করা হবে। এজিএল-এর প্রবর্তক ও প্রবর্তক গোষ্ঠীর শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানিতে তাদের ২৮.৯৯% শেয়ারহোল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ এনটাইটেলমেন্টের জন্য রাইটস ইস্যুতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাইটস ইস্যুর সমাপ্তির পর, কোম্পানির মোট বকেয়া ইক্যুইটি শেয়ার ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ৫,৬৭,৫১,৬৩৪ ইক্যুইটি শেয়ার থেকে বেড়ে ১২,৬৭,৪৫,৩১৬ হবে। প্যান্টোম্যাথ ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড হল অধিকার ইস্যুতে একমাত্র লিড ম্যানেজার। সম্প্রসারণের জন্য নতুন সংস্থাগুলি হল ফিউচার সিরামিক প্রাইভেট লিমিটেড, এজিএল স্যানিটারিওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড এবং এজিএল সারফেস প্রাইভেট লিমিটেড। এটি সমগ্র পণ্য পরিসর প্রদর্শনের জন্য গুজরাটের মরবিতে ভারতের সিরামিক টাইলস হাবে বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কমলেশ প্যাটেল বলেছেন, "আমরা এজিএল-এর ভবিষ্যতের প্রতি তাদের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস প্রদর্শনে আনন্দিত।"

সোনিলিভের সঙ্গে ভি'র পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: অগ্রণী টেলিকম ব্র্যান্ড ভি এবার সোনিলিভ-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল। এর উদ্দেশ্য, ভি'র গ্রাহকদের একইসঙ্গে প্রিমিয়াম কনটেন্ট সার্ভিস ও অ্যাড-অন ডেটো বেনিফিট প্রদান করা। সোনিলিভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভি লঞ্চ করেছে সোনিলিভ প্রিমিয়ামের জন্য এক নতুন প্রিপেড প্যাক, যার সঙ্গে থাকছে এক্সট্রা ডেটা বেনিফিট।

উল্লেখ্য, সব বয়সের দর্শকদের জন্যই সোনিলিভের রয়েছে আকর্ষণীয় কনটেন্ট অফারিংস। ভি'র নতুন উদ্যোগের ফলে তাদের গ্রাহকরা সোনিলিভ প্রিমিয়াম দেখার সুবিধা পাবেন, অথচ 'ডেটো কোটা' নিয়ে কোনও চিন্তা করতে হবে না।

প্রিপেড গ্রাহকদের জন্য ভি চালু করেছে নতুন ৮২ টাকার অ্যাড-অন রিচার্জ। সোনি প্রিমিয়ামের এই 'মোবাইল ওনলি সাবস্ক্রিপশন' ২৮ দিনের জন্য। এর সঙ্গে থাকবে ১৪ দিনের বৈধতা-সহ অতিরিক্ত ৪জিবি ডেটা। এছাড়াও, ভি গ্রাহকদের দিচ্ছে তাদের বিশাল কনটেন্ট লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা, যা ভি অ্যাপের 'ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি' (ভিএমটিভি) বিভাগে পাওয়া যাবে। ভিএমটিভি অ্যাপে রয়েছে ৪৫০টিরও বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল, লাইভ নিউজ চ্যানেল ও অন্যান্য ওটিটি অ্যাপের প্রিমিয়াম কনটেন্ট।

মাহিন্দ্রা আর্থমাস্টার রেঞ্জ

দুর্গাপুর: মাহিন্দ্রা গ্রুপের কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট ডিভিশন (এমসিই) এক অভিনব গ্যারান্টি নিয়ে এসেছে তাদের গ্রাহকদের জন্য – 'লিটারপ্রতি অধিক জ্বালানি সাশ্রয় করুন, বিফলে মেশিন ফেরৎ দিন' (Get Highest Productivity Per Liter of Fuel or Give Machine Back)।এই গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে তাদের বিএস৪ রেঞ্জের ব্যাকহো লোডার 'মাহিন্দ্রা আর্থমাস্টার'-এর ওপর।

নতুন আর্থমাস্টার রেঞ্জে রয়েছে ৭৪ এইচপি সিআরআই মাহিন্দ্রা ইঞ্জিন ও আরও অনেক উন্নত প্রযুক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে যুগান্তকারী আইম্যাক্স (iMAXX) টেলিম্যাটিক্স সলিউশন, যার ফলে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিত হয়। আর্থমাস্টার রেঞ্জ সবরকমের ব্যাকহো কাজের উপযুক্ত, যেমন মাইনিং, ট্রেঞ্চিং, ক্রাশার, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির নানারকম কাজ।

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের বিজনেস হেড (কমার্সিয়াল ভেহিকেলস বিজনেস ইউনিট) জলজ গুপ্তা জানান, তাদের এই অভিনব গ্যারান্টি মাহিন্দ্রার ওপরে গ্রাহকদের আস্থা আরও বাড়িয়ে তুলবে। সার্ভিস আপটাইম গ্যারান্টির দ্বারা গ্রাহকদের প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করে তোলা হচ্ছে, এবং নিজস্ব প্রোডাক্ট ও আফটার-সেলস সার্ভিসের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন বিএস৪ মেশিনগুলি বেশিমাত্রায় জ্বালানি সাশ্রয় করতে সক্ষম বলে জানান তিনি।

কলকাতা ও দুর্গাপুরে 'হ্যাপিনেস ট্রাক ৩.০' ক্যাম্পেন

দুর্গাপুর: ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 'হ্যাপিনেস ট্রাক ৩.০' ক্যাম্পেন এবার পশ্চিমবঙ্গের ফ্লিট অপারেটর, ট্রাক ড্রাইভার, ট্রাকার ও মেকানিকদের কাছে আনন্দের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকায় নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর পশ্চিমবঙ্গেও এই আকর্ষক 'রেড ট্রাক' এসেছে দুর্গাপুর ও কলকাতায়।

কমার্সিয়াল ভেহিকেল ও রোড ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের অগ্রণী ম্যাগাজিন 'মোটরইন্ডিয়া'র উদ্যোগে পরিচালিত হ্যাপিনেস ট্রাক ক্যাম্পেনের থার্ড এডিশনের টাইটেল পার্টনার ভালভোলিন, ট্র্যাকিং পার্টনার ভারতবেঞ্জ, নেভিগেশন পার্টনার কেটি টেলিম্যাটিক সলিউশন্স এবং লাইটিং পার্টনার ডিএইচ লাইটিং-এক্সেলাইট। নতুন দিল্লির সঞ্জয় গান্ধী নগর থেকে যাত্রা শুরু করে 'হ্যাপিনেস ট্রাক ৩.০' ক্যাম্পেন গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল হাইওয়ে বরাবর বেশকিছু ব্যস্ত পণ্য-পরিবহন রুট ধরে চলতে থাকবে।

ফ্লিট অপারেটর, ট্রাক ড্রাইভার, মেকানিক ও গ্যারাজ মালিকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ফুয়েল মাইলেজ বৃদ্ধি, ট্রাকের সঠিক যন্ত্রাংশ ও প্রোডাক্ট বিষয়ে বার্তা বিনিময়ের জন্য ক্যাম্পেনের যাত্রাপথে ট্রাকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট হাবগুলিতে থামবে। দুর্গাপুর ও কলকাতাতেও এইরকম বার্তা বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে।

আইচার ট্রাক্টর্স-এর প্রিমা জি৩ প্রিমিয়াম রেঞ্জের ট্রাক্টর

কলকাতা: ট্রাক্টর্স অ্যান্ড ফার্ম ইকুইপমেন্ট লিমিটেডের আইচার ট্রাক্টর্স লঞ্চ করল নতুন আইচার প্রিমা জি৩ সিরিজ। এটি হল প্রিমিয়াম ট্রাক্টরের এক সম্পূর্ণ নতুন রেঞ্জ। আইচার প্রিমা জি৩ সিরিজের ট্রাক্টরগুলি হল ৪০ থেকে ৬০ এইচপি রেঞ্জের, যা একাধারে প্রিমিয়াম স্টাইলিং, প্রোগ্রেসিভ টেকনোলজি ও পারফেক্ট কমফর্ট দিতে সক্ষম। নতুন আইচার প্রিমা জি৩ একেবারে নতুন ডিজাইনে তৈরি। এই ট্রাক্টরগুলি একাধিক এগ্রিকালচারাল ও কমার্সিয়াল কাজের উপযুক্ত।

ভারতের ট্রাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে আইচার প্রিমা জি৩ এক দিকনির্দেশক। কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজে এর জুড়ি মেলা ভার। ৬০ বছরের পরম্পরা সম্পন্ন আইচার ট্রাক্টর্স ভারতের সবুজ বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অতুলনীয় আস্থার বন্ধন গড়ে তুলেছে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের নতুন পেনশন স্কিম

শিলিগুড়ি: একটি নতুন পেনশন প্ল্যান লঞ্চ করেছে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এর নাম আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি। এটি হল এক রেগুলার প্রিমিয়াম পেমেন্ট প্রোডাক্ট, যা গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে 'সিস্টেম্যাটিক্যালি' সঞ্চয় করতে ও অবসরকালের জন্য সঞ্চয় ভান্ডার গড়তে সাহায্য করে। এই প্রোডাক্টটি এমনভাবে তৈরি যে তা গ্রাহকদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে নিয়মিত সঞ্চয় করতে এবং 'লাইফ-লং গ্যারান্টিড ইনকাম' পেতে সাহায্য করে, যাতে তারা অবসরের পর আর্থিক-স্বাধীন জীবনযাপন করতে সক্ষম হন। আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি পাওয়া যাচ্ছে সাতটি ভেরিয়েন্টে।

ভেরিয়েন্টগুলির মধ্যে আছে 'লাইফ অ্যানুইটি উইথ অ্যাক্সিলারেটেড হেলথ বুস্টার্স' ও 'লাইফ অ্যানুইটি উইথ বুস্টার পেআউটস'। এইসব ভেরিয়েন্ট হল সেইসব গ্রাহকদের জন্য যারা তাদের হেলথকেয়ার ও লাইফস্টাইলের প্রয়োজন মেটাতে 'গ্যারান্টিড লাইফ-লং ইনকাম' সহ 'অ্যাডিশনাল লিকুইডিটি'র মতো 'অ্যানুইটি প্রোডাক্ট'-এর সুবিধা পেতে আগ্রহী। 'অ্যাডিশনাল হেলথ বুস্টার' অপশনের মাধ্যমে গ্রাহকরা বাড়তি পে-আউটের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, যাতে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সহজে পরিচালনা করা যায়। 'বুস্টার পে-আউট' অপশনের মাধ্যমে পাঁচবার 'লাম্প-সাম' পেমেন্ট পাওয়া যায়, যা তাদের প্রাপ্য অ্যানুইটির অতিরিক্ত। আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি জয়েন্ট লাইফ অ্যানুইটি অপশনের সঙ্গে রয়েছে 'ওয়েভার অফ প্রিমিয়াম' সুবিধা। এই প্রোডাক্টের মাধ্যমে 'রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম' ও পলিসি সারেন্ডারের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, যদি কোনও কঠিন রোগ বা 'পার্মানেন্ট ডিসাবিলিটি' নির্ণীত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি হল এক 'মাল্টিপারপাস অ্যান্ড ইনোভেটিভ অ্যানুইটি প্রোডাক্ট'।

স্কোডা অটো'র নতুন কুশাক মন্টে কার্লো

শিলিগুড়ি: স্কোডার র‌্যালি ও মোটরস্পোর্ট ঘরানার ঐতিহ্য ও ইন্ডিয়া ২.০ প্রোজেক্টের সাফল্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া নিয়ে এসেছে কুশাক মন্টে কার্লো রেঞ্জ।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর জাক হলিস জানান, মন্টে কার্লো হল এমন একটি কার, যা একেবারে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। স্টাইলের অনুভূতির সূচক এই গাড়ি তার চালককে স্মরণ করিয়ে দেয় এর ঘরানা ও পরম্পরার সঙ্গে জড়িত রয়েছে র‌্যালি স্পোর্ট ও থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স।

কুশাক মন্টে কার্লোর দাম এরকম: মন্টে কার্লো ১.০ টিএসআই এমটি – ১৫৯৯০০০ টাকা, মন্টে কার্লো ১.০ টিএসআই এটি – ১৭,৬৯০০০ টাকা, মন্টে কার্লো ১.৫ টিএসআই এমটি – ১৭৮৯০০০ টাকা ও মন্টে কার্লো ১.৫ টিএসআই এটি – ১৯৪৯০০০ টাকা।

ভারতের প্রাচীনতম আইন সংস্থা ফক্স মন্ডলের বিভাজন

কলকাতা: ভারতের প্রাচীনতম আইন সংস্থা ফক্স মন্ডল ভাগ হয়ে গেছে। শতাব্দী পুরানো আইন সংস্থা 'ফক্স মন্ডল' সোম মন্ডলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। ফক্স মন্ডল শুধুমাত্র ভারতেই নয় বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত একটি নামে রূপান্তর হয়েছে। ফক্স মন্ডল সোম মন্ডলের সমার্থক। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, সুরাট, ঢাকা এবং লন্ডনে ভারতের প্রাচীনতম এই আইন সংস্থাটি ফক্স মন্ডল নামে পরিচিত।

ফক্স মন্ডল হল একটি সুপরিচিত আইন সংস্থা যা প্রয়োজনীয় আইনি দক্ষতা, শিল্প বিশেষীকরণ এবং বাণিজ্যের মিশ্রণ। ফক্স মন্ডল একটি ব্র্যান্ড হিসাবে সোম মন্ডলের সাথে রেজিস্ট্রার হয়েছে। সোম মন্ডল তার আইনি বুদ্ধিমত্তা জন্য বিখ্যাত। সোম মন্ডল তাঁর অনুশীলনের প্রাথমিক বছরগুলিতে ফক্স এবং মন্ডল কলকাতা অফিসে কাজ করতেন। সোম মন্ডল ২০০২ সালে ভারতের 'সেরা কর্পোরেট আইনজীবী' -পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি দ্য লয়ার ম্যাগাজিনের ৪০ আন্তর্জাতিক তারকা আইনজীবীর মধ্যেও স্থান পেয়েছেন। ফক্স মন্ডলের ম্যানেজিং পার্টনার সোম মন্ডল বলেন, এটি একটি সম্পূর্ণ আইনি পরিষেবা সংস্থা। যা ক্লায়েন্টদের সেরা আইনি পরিষেবা প্রদান করে।

ওয়ানপ্লাস, ভারতে লেটেস্ট ওয়ানপ্লাস ১০আর লঞ্চ করেছে

শিলিগুড়ি: বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে লেটেস্ট ওয়ানপ্লাস ১০আর লঞ্চ করেছে। ডিভাইসটি মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮১০০-ম্যাক্স চিপসেট দ্বারা চালিত এবং একটি ১২০ হার্টজ ফ্লুয়িড অ্যামোলেড ডিসপ্লে রয়েছে। মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮১০০-ম্যাক্স ৮০% উন্নত এআই কর্মক্ষমতা প্রদান করে কারণ এতে মিডিয়াটেক এপিইউ ৫৮০ এআই প্রসেসর রয়েছে।

১৫০ওয়াট সুপারভোক এনডুরেন্স এডিশন সহ ওয়ানপ্লাস ১০আর ৪৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি সহ আসে এবং এটি নিরাপদ দ্রুত চার্জিংয়ের জন্য টিইউভি রাইনল্যান্ড সার্টিফাইড। ৮০ওয়াট সুপারভোক সহ ওয়ানপ্লাস ১০আর ডিভাইসে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। উভয়েই একটি কাস্টমাইজড স্মার্ট চার্জিং চিপ দিয়ে সজ্জিত যা ডিভাইসে চার্জিং পরিচালনা করে এবং চার্জিং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

ওয়ানপ্লাস ১০আর-এর ১৫০ওয়াট সুপারভোক এনডুরেন্স এডিশন এবং ওয়ানপ্লাস ১০আর ৮০ওয়াট সুপারভোক-এর দাম

যথাক্রমে ৪৩,৯৯৯ টাকা এবং ৩৮,৯৯৯ টাকা থেকে শুরু। এটি ওয়ানপ্লাস.ইন, ওয়ানপ্লাস স্টোর অ্যাপ, অ্যামাজন.ইন, ওয়ানপ্লাস এক্সক্লুসিভ স্টোর এবং অংশীদার আউটলেটগুলিতে পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ডেবিট, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাত্ক্ষণিক ২০০০ টাকার ছাড় পেতে পারেন; আইসিআইসিআই ক্রেডিট কার্ডের সাথে ৬ মাস পর্যন্ত নো কস্ট ইএমআই; নির্বাচিত জিও প্রিপেড প্ল্যানের সাথে ৭২০০ টাকা মূল্যের বিনিময় বোনাস এবং সুবিধা পেতে পারেন।

১ প্লাস ১ অফারে সান ফ্রান্সিসকো পিৎজা আনল পিৎজা হাট

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে প্রিয় পিৎজা ব্র্যান্ড পিৎজা হাট সুস্বাদু সান ফ্রান্সিসকো স্টাইল পিজ্জা লঞ্চ করেছে। উল্লেখ্য, সান ফ্রান্সিসকো স্টাইলের এই পিজ্জাকান বিদ্যমান সমস্ত টপিং কম্বিনেশন সহ শেফের স্পেশাল সস এবং এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের ড্রিজেল সহ ভেজ এবং নন-ভেজ-এ উপলব্ধ। পিৎজা হাট এই সান ফ্রান্সিসকো পিৎজার দাম রেখেছে মাত্র ১২৯ টাকা। গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে পিৎজা হাট সান ফ্রান্সিসকো পিৎজায় বিশেষ অফার রেখেছে। প্রথম অফারটি হল ১ প্লাস ১ এবং দ্বিতীয়টি হল – গ্রাহকরা দুটি ব্যক্তিগত পিৎজা পাবেন ২৪৯ টাকায়। ডেলিভারি এবং টেকঅ্যাওয়ের জন্য গ্রাহকরা পিৎজা হাটের সম্পূর্ণ নতুন মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও অর্ডার করতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, পিৎজা হাট ব্র্যান্ডের ম্যাগনেটিক অ্যাম্বাসেডর অনুরাধা মেননকেই সান ফ্রান্সিসকো স্টাইলের পিৎজার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। বলাবাহুল্য, পিৎজা হাট স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তার জন্য ডব্লিউএইচও এবং এফএসএসএআই নির্দেশিকা অনুসারে ২৪০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় পিৎজা গুলিকে জীবাণুমুক্ত করে টেম্পার-প্রুফ বাক্সে প্যাক করে। পিৎজা হাট ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার নেহা বলেন, সান ফ্রান্সিসকো পিৎজা লঞ্চ করতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত।

BitMEX Spot Exchange চালু করেছে

কলকাতা: বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি BitMEX খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের জন্য BitMEX Spot Exchange চালু করার ঘোষণা করেছে কারণ কোম্পানিটি তার পণ্য অফার প্রসারিত করতে চায়। কোম্পানিটি তার ডেরিভেটিভ অফারের সাফল্যের পরে শীর্ষ দশটি বিশ্বব্যাপী স্পট এক্সচেঞ্জে পরিণত হতে দেখে এই লঞ্চটি করেছে।

লঞ্চটি ভারতের ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের অত্যাধুনিক পণ্য অফার করার জন্য BitMEX-এর কৌশলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। এক্সচেঞ্জটি Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Chain-link (LINK), Uniswap (UNI), Polygon (MATIC), Axie Infinity (AXS) এবং ApeCoin (APE) সহ সাত জোড়া ক্রিপ্টো মুদ্রা সমর্থন করে, সবই টেথার (ইউএসডিটি) এর বিরুদ্ধে। ব্যবহারকারীরা সেন্ট্রাল লিমিট অর্ডার বুকের মাধ্যমে কয়েন কনভার্সন রিকোয়েস্ট-ফর-কোটস (RFQs) রেখে এবং এপিআই ট্রেডিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করে, সেইসাথে যখন পরের কয়েক সপ্তাহে মোবাইল অ্যাপে Spot চালু হয় তখন BitMEX Lite-এর মাধ্যমে স্পট অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়। Beyond Derivatives কৌশল অনুসরণ করে, BitMEX Spot-এর লক্ষ্য হল প্ল্যাটফর্মে নতুন খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের আকৃষ্ট করা, তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ক্রিপ্টোর সাথে ট্রেড করার সময় ব্যবহারকারীদের পরিশীলিতভাবে বৃদ্ধি করা। BitMEX-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলেকজান্ডার হপনার বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল ক্রিপ্টো বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও বৈশিষ্ট্য, আরও ট্রেডিং পেয়ারস এবং আরও উপায় প্রদান করা।"

করিমপুরে শপসি সামার স্টোরে বিক্রিতে ৯ গুন বৃদ্ধি

করিমপুর: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি সম্প্রতি সামার স্টোর চালু করেছে, যা এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুড়ে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর অফার করার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনন্য কিউরেশন। করিমপুরে বিক্রেতারা সামার স্টোরের উদ্যোগের ফলে বিক্রিতে প্রায় ৯ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

এটি একটি মান-ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত মানের পণ্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। করিমপুরের গ্রাহকরা প্রধানত শিশুর যত্ন এবং ব্যক্তিগত যত্নের সাথে সম্পর্কিত আইটেম কিনছেন, যা শহরের সচেতন ক্রেতাদের ভরণপোষণের ইঙ্গিত দেয়। প্যারেন্ট কোহর্ট ট্র্যাকশনে ৪ গুণ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে যেমন শিশুর খাদ্যশস্য এবং শিশুর খাবারের মতো পণ্যগুলি অগ্রগামী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তারপরে মহিলা ভোক্তাদের দল স্বাস্থ্য পানীয়ের মিশ্রণগুলি শহরের ৩ গুন বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এটির প্ল্যাটফর্মে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা রয়েছে যারা ৮০০+ বিভাগে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন উদ্যোক্তাদের সক্ষম করার পথে রয়েছে।

বাঁকুড়ায় শপসি সামার স্টোরে বিক্রিতে ১২ গুন বৃদ্ধি

বাঁকুড়া: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি সম্প্রতি সামার স্টোর চালু করেছে, যা এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুড়ে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর অফার করার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনন্য কিউরেশন। বাঁকুড়ায় বিক্রেতারা সামার স্টোরের উদ্যোগের ফলে বিক্রিতে প্রায় ১২ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

এটি একটি মান-ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত মানের এবং আকর্ষক পণ্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। ডিওডোরেন্ট, সানগ্লাস, বডি ওয়াশ, এসেনশিয়াল অয়েল, ট্রিমার, স্যানিটারি প্যাড, পারফিউম, পুরুষদের টি-শার্ট এবং সুতির শাড়ি সহ গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি, সুস্থতা এবং ফ্যাশন শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শপসি সামার স্টোরটি হল ইলেকট্রনিক্স, পার্সোনাল কেয়ার, বেবি কেয়ার থেকে শুরু করে খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, সুইমিং স্যুট এবং এয়ার কন্ডিশনার, ডিওডোরেন্টস, বেবি সানস্ক্রিন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুতির কাপড় এবং জুসার মিক্সার গ্রাইন্ডার এসব পণ্যের একটি ওয়ান-স্টপ-শপ। ডিওডোরেন্টস ৫০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, সানগ্লাসগুলি ২৫%-এর কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রিমার, স্যানিটারি প্যাড এবং পারফিউমগুলিও বাঁকুড়ায় সামগ্রিক ১০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। শপসি অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় আস্থা এবং সত্যতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। শপসি ব্যবহারকারীরা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লিপকার্টের বিস্তৃত পণ্যের ক্যাটালগ শেয়ার করতে সক্ষম। এটি বাঁকুড়ায় বিক্রেতাদের ক্ষমতায়নও করেছে। এটির প্ল্যাটফর্মে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা রয়েছে যারা ৮০০+ বিভাগে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন উদ্যোক্তাদের সক্ষম করার পথে রয়েছে।

নতুন কোলগেট স্ট্রং টিথের ক্যাম্পেন শুরু

শিলিগুড়ি: মজবুত দাঁতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কোলগেট-পামোলিভ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড তার নতুন কোলগেট স্ট্রং টিথের ক্যাম্পেন শুরু করেছে। এই ক্যাম্পেনের ট্যাগ লাইন হল দান্ত স্ট্রং তো মেন স্ট্রং'। উল্লেখ্য, কোলগেট হল ভারতের বৃহত্তম টুথপেস্ট ব্র্যান্ড। এই ক্যাম্পেনের লক্ষ্য হল শক্তিশালী দাঁত এবং পুষ্টির মধ্যে যোগসূত্রের উপর আলোকপাত করা। বলাবাহুল্য, কোলগেটের এই ক্যাম্পেনে প্রথমবার শাহিদ কাপুর ও রানা দাগ্গুবাতি আধুনিক যুগের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

ব্র্যান্ডটি আট দশকেরও বেশি সময় ধরে সর্বোত্তম-শ্রেণীর পণ্যগুলির সাথে গ্রাহকের চাহিদার বিকাশের জন্য উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন সিডিসি স্ট্রং টিথের সাহায্য ভোক্তারা সহজেই তাঁদের দাঁত সুস্থ এবং শক্তিশালী রাখতে পারবেন। টুথপেস্টটি অনলাইন এবং অফলাইন স্টোরে ১০০, ২০০ ও ৫০০ গ্রামের প্যাকে পাওয়া যাবে। যার দাম ৬৩টাকা, ১১০টাকা এবং ৫০০ ২৫৩ টাকা। কোলগেট-পামোলিভ ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ভিপি, অরবিন্দ চিন্তামণি বলেন, দাঁত আমাদের প্রথম পরিপাক অঙ্গ, তাই খাবার থেকে সেরা পুষ্টি পেতে দাঁতকে শক্তিশালী রাখতে হবে।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড

শিলিগুড়ি: ১৯৯২ সালে লঞ্চ হওয়া ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল নিজস্ব ক্যাটাগরির অন্যতম পুরাতন ফান্ড। পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে এর দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এই ফান্ডের কর্পাস ২৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং এই ফান্ড ১৮ লক্ষেরও অধিক বিনিয়োগকারীর আস্থাভাজন (৩০ এপ্রিল ২০২২ অবধি)। ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষ থেকে আনা এই অফার লং-টার্ম ইনভেস্টরদের উপযোগী, যারা এমন একটি ফান্ডের সন্ধানে রয়েছেন যা ফলপ্রসূ 'কোয়ালিটি বিজনেসেস'-এ বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইকনোমিক ভ্যালু' সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন।

ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডগুলি হল ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড যা মোট সম্পদের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ বিভিন্ন কোম্পানির লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ বা স্মল-ক্যাপ ফান্ডের ইকুইটি অ্যাসেটে বিনিয়োগ করে। ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর – কোয়ালিটি, গ্রোথ ও ভ্যালুয়েশন। এর পোর্টফোলিও স্ট্র্যাটেজির অভিমুখ এমন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলির দিকে থাকে যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত।

এই স্কিমের 'টপ ১০' হোল্ডিং কোম্পানিগুলি হল: বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, ইনফোসিস লিমিটেড, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, এল-অ্যান্ড-টি ইনফোটেক লিমিটেড, অ্যাভেন্যু সুপারমার্কেটস লিমিটেড, এইচডিএফসি লিমিটেড, ইনফ-এজ লিমিটেড, ও অ্যাস্ট্রাল লিমিটেড। ৩০ এপ্রিল ২০২২ অবধি এগুলিতে পোর্টফোলিওর কর্পাস প্রায় ৩৯ শতাংশ।

এই ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল। ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য উপযুক্ত যারা গুণমানসম্পন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের কোর ইকুইটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে চাইছেন ও দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে 'ক্যাপিটাল গ্রোথ' সন্ধান করছেন। ৫ থেকে ৭ বছরের মেয়াদে আগ্রহী মডারেট রিস্ক-প্রোফাইলের ইনভেস্টরগণ লং-টার্ম ফিনান্সিয়াল গোল অর্জনের জন্য ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড বেছে নিতে পারেন।

ভারতে ১১.৬ লক্ষ কর্মসংস্থান করেছে অ্যামাজন

দুর্গাপুর: অ্যামাজন ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা ভারতে এযাবৎ ক্রমবর্ধমানভাবে ১১.৬ লক্ষের বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান, রপ্তানিক্ষেত্রে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার নিবেশ ও ৪০ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই'কে ডিজিটাইজ করেছে। ২০২০-এর জানুয়ারিতে বার্ষিক অ্যামাজন সম্ভব অনুষ্ঠানে স্থির করা হয়েছিল তারা ভারতে ২০২৫ নাগাদ ১ কোটি এমএসএমই'র ডিজিটাইজেশন, ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানিক্ষেত্রে ১০ বিলিয়ন ডলার নিবেশ ও ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান করবে। সেই লক্ষ্য অনুসারে অ্যামাজন কাজ করে চলেছে এবং ভারত থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করে ২০২৫ নাগাদ ২০ বিলিয়ন ডলার নিবেশ করবে।

২০২১-এ অ্যামাজন সম্ভব অনুষ্ঠানে অ্যামাজন ঘোষণা করেছিল তারা ২৫০ মিলিয়ন ডলারের 'অ্যামাজন সম্ভব ভেঞ্চার ফান্ড' তৈরি করবে যা 'টেকনোলজি ইনোভেশন' অভিমুখী স্টার্ট-আপ ও এন্টারপ্রিনারদের জন্য বিনিয়োগ করা হবে। এই ফান্ডের লক্ষ্য হল এন্টারপ্রিনার ও স্টার্ট-আপগুলিকে সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা এসএমবি ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কর্মসম্পাদন করতে পারে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার (ইন্ডিয়া কনজিউমার বিজনেস) মনীশ তিওয়ারি এপ্রসঙ্গে বলেন, তারা ভারতে ক্রমবর্ধমানভাবে ১১.৬ লক্ষেরও বেশি কর্মসৃজন করেছেন, এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ৫ বিলিয়ন ডলার নিবেশ করেছেন ও ৪০ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই'কে ডিজিটাইজ করেছেন। এমএসএমই'গুলির সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে তারা ভারতে নতুন যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে আসার প্রতি জোর দিচ্ছেন। এরফলে এদেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কৃষ্ণনগরে শপসি সামার স্টোরে বিক্রিতে ৩৪ গুন বৃদ্ধি

কৃষ্ণনগর: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি সম্প্রতি সামার স্টোর চালু করেছে, যা এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুড়ে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর অফার করার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনন্য কিউরেশন। কৃষ্ণনগরে বিক্রেতারা সামার স্টোরের উদ্যোগের ফলে বিক্রিতে প্রায় ৩৪ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

এটি একটি মান-ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত মানের এবং আকর্ষক পণ্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। মাল্টিভিটামিন, ফুড সাপ্লিমেন্ট, স্কিন ক্রিম এবং মেকআপ চার্টের শীর্ষে থাকা পণ্যগুলির চাহিদা সহ গ্রাহকদের জন্য ব্যক্তিগত যত্ন একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শপসি সামার স্টোরটি হল ইলেকট্রনিক্স, পার্সোনাল কেয়ার, বেবি কেয়ার থেকে শুরু করে খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, সুইমিং স্যুট এবং এয়ার কন্ডিশনার, ডিওডোরেন্টস, বেবি সানস্ক্রিন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুতির কাপড় এবং জুসার মিক্সার গ্রাইন্ডার এসব পণ্যের একটি ওয়ান-স্টপ-শপ। মাল্টিভিটামিন, খাদ্য পরিপূরক, ত্বকের ক্রিম এবং মেকআপ গত মাসে কৃষ্ণনগরে বেশিরভাগ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। শপসি অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় আস্থা এবং সত্যতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। এটি কৃষ্ণনগরে বিক্রেতাদের ক্ষমতায়নও করেছে। এটির প্ল্যাটফর্মে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা রয়েছে যারা ৮০০+ বিভাগে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন উদ্যোক্তাদের সক্ষম করার পথে রয়েছে।

আবারও বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম

কলকাতা: আবারও বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। ৩ টাকা বেড়ে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম হল ১ হাজার ২৯ টাকা । এর আগে ৭ মে, ৫০ টাকা বেড়ে ভারতে প্রথমবার হাজারের গণ্ডি পার করেছিল এলপিজির দাম। পাশাপাশি, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ব্যবহারের ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামও সাড়ে ৮ টাকা বেড়ে ২ হাজার ৪৫৪ টাকা হয়েছে। এদিকে পেট্রোলের দাম ১১৫ টাকার ওপরে। সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় ডিজেলও। মুরগির মাংস ২৭০টাকা কেজি। সরষের তেলের দাম প্রতি কেজি প্রায় ২০০ টাকা। অন্যান্য শাক-সবজির দামও দফায় দফায় বাড়ছে। এমনকি, আলুর দামও উর্ধ্বমুখী। অন্যদিকে ওষুধের দামের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সবমিলিয়ে ফের আমজনতার পকেটে টান।

কোচবিহারে প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত করল বসুন্ধরা সংস্থা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: বসুন্ধরা সংস্থার দ্বারা আয়োজিত হল সারাদিন ব্যাপী কর্মশালা বিভিন্ন ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানিদের নিয়ে এই কর্মশালা আয়োজিত হয়। এই কর্মশালায় কোচবিহার জেলা তথা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর থেকেও ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানির কর্তারা আসেন। বসুন্ধরা সংস্থার সিইও বাসুদেব সূত্রধর জানান প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় শনিবার আমরা বিভিন্ন ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানি,এনজিও ও নতুন উদ্যোগীদের নিয়ে কর্মশালা করে থাকি। কর্মশালাটি হয় সেটি মূলত প্রোডাক্ট মার্কেটিং এবং প্যাকেজিং নিয়ে আলোচনা হয় তিনি আরো বলেন আমাদের এখানে উদ্যোগীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যর সঠিক বাজার ও প্যাকেজিং অভাবের কারণে তাদের সঠিক মূল্য পায় না তাই এই কর্মশালার আয়োজন।

এই কর্মশালায় যিনি মুখ্য অথিতি দেবলীনা চৌধুরী জানান এখানে অনেক ভালো ভালো উদ্যোগী রয়েছেন তবে তাদের যদি সঠিক বাজার এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পেতে পারেন। তিনি আরও বলেন আমি চেষ্টা করব উদ্যোক্তারা সঠিক বাজার ও প্যাকেজিং এবং সমস্ত রকম যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে সেই চেস্টাই করবো।

কর্মশালায় যোগ দিতে আসা বিভিন্ন উদ্যোগীরা বলেন এরকম কর্মশালাতে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। অনেক কিছু জানতে পারলাম আশা করছি আগামী দিনে আমরা এর সুফল পাবো।

‘ইম্পেরিয়াল ইন প্রেজেন্টস সন্মার্গ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস’

শিলিগুড়ি: সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল প্রথম ‘ইম্পেরিয়াল ইন প্রেজেন্টস সন্মার্গ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস – নর্থ বেঙ্গল এডিশন’ (পাওয়ার্ড বাই নরিসিস)। অনুষ্ঠানটিকে স্বাগত জানিয়েছে বণিকমহল।

‘দ্য কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিয়ট শিলিগুড়ি’তে গত ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এই অনুষ্ঠানে চা থেকে রিয়াল এস্টেট, হেলথকেয়ার থেকে হসপিটালিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা ও শিল্পোদ্যোগকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যে জুরি প্যানেলের মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই জুরিদের মধ্যে ছিলেন অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নয়নতারা পাল চৌধারি ও মন্থন কলা সেন্টারের চেয়ারপার্সন সুলোচনা মানসী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মডেল ও জাতীয় স্তরের অ্যাথলিট এবং মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২১-এ দার্জিলিংয়ের প্রতিনিধি তথা ফাইনালিস্ট রুচি ছেত্রী।

বহরমপুরে শপসি সামার স্টোরে বিক্রিতে ২৫ গুন বৃদ্ধি

বহরমপুর: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি সম্প্রতি সামার স্টোর চালু করেছে, যা এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুড়ে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর অফার করার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনন্য কিউরেশন। বহরমপুরের বিক্রেতারা সামার স্টোরের উদ্যোগের ফলে বিক্রিতে প্রায় ২৫ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

এটি একটি মান-ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত মানের এবং আকর্ষক পণ্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। ডিওডোরেন্ট, সানগ্লাস, রেজার, বডি ওয়াশ, হেলথ ড্রিংকস, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় তেলের তালিকায় শীর্ষে থাকা গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্থতা শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শপসি সামার স্টোরটি হল ইলেকট্রনিক্স, পার্সোনাল কেয়ার, বেবি কেয়ার থেকে শুরু করে খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, সুইমিং স্যুট এবং এয়ার কন্ডিশনার, ডিওডোরেন্টস, বেবি সানস্ক্রিন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুতির কাপড় এবং জুসার মিক্সার গ্রাইন্ডার এসব পণ্যের একটি ওয়ান-স্টপ-শপ। ডিওডোরেন্টস ৮০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, সানগ্লাসগুলি ৭%-এর কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে। রেজার এবং কার্তুজগুলিও গত মাসে বেরহামপুরে ১৭ গুনের বেশি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। শপসি অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় আস্থা এবং সত্যতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। শপসি ব্যবহারকারীরা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লিপকার্টের বিস্তৃত পণ্যের ক্যাটালগ শেয়ার করতে সক্ষম। এটি বহরমপুরে বিক্রেতাদের ক্ষমতায়নও করেছে। এটির প্ল্যাটফর্মে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা রয়েছে যারা ৮০০+ বিভাগে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন উদ্যোক্তাদের সক্ষম করার পথে রয়েছে।

অ্যামাজন ছোট ব্যবসাগুলিকে ডিজিটালাইজ করার অঙ্গীকার করেছে

আসানসোল: অ্যামাজন ইন্ডিয়া স্মার্ট কমার্স চালু করার ঘোষণা করেছে - স্থানীয় স্টোরগুলিকে ডিজিটাল দোকানে রূপান্তরিত করার একটি নতুন উদ্যোগ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১ কোটি ছোট ব্যবসাকে ডিজিটাল করার প্রতিশ্রুতি ত্বরান্বিত করে। ১.৫ লক্ষেরও বেশি দোকান ইতিমধ্যেই অ্যামাজন.ইন ব্যবহার করে অনলাইনে বিক্রি করছে।

স্মার্ট কমার্সের মাধ্যমে স্টোরগুলি এখন আরও এগিয়ে যেতে পারে এবং তাদের অফলাইন ক্রিয়াকলাপগুলিকে ডিজিটালাইজ করতে পারে, তাদের ওয়াক-ইন গ্রাহকদের বর্ধিত ইন-স্টোর শপিং অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে এবং গ্রাহকদের সরাসরি পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব অনলাইন স্টোরফ্রন্ট তৈরি করতে পারে। যেকোনো আকারের স্টোর এখন তাদের গ্রাহকদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতা প্রদান করতে অ্যামাজনের সেরা কেনাকাটার উদ্ভাবন, লজিস্টিক, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং আরও অনেক কিছুর সুবিধা নিতে পারে। অ্যামাজন ১০ মিলিয়ন এমএসএমই ডিজিটাইজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভারত থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার ক্রমবর্ধমান রপ্তানি তৈরি করবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে ২ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি করবে। অ্যামাজন সম্প্রতি একই সময়ের মধ্যে তার রপ্তানি প্রতিশ্রুতিকে ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারে দ্বিগুণ করেছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া কনজিউমার বিজনেসের কান্ট্রি ম্যানেজার মিঃ মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, “গত দুই বছরে, আমরা ২০২০ সালে উদ্বোধনী সম্ভব সামিটে যে প্রতিশ্রুতিগুলি ঘোষণা করেছিলাম তার প্রতি আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগ করেছি।”

টেনশন ফ্রি পরিষেবা দেবে ভি

শিলিগুড়ি: প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য টেনশন ফ্রি পরিষেবা নিশ্চিত করতে শীর্ষস্থানীয় টেলিকম পরিষেবা ভি, ডেটা ডিলাইট’-এর সাথে ভি হিরো আনলিমিটেড ক্যাম্পেন চালু করেছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে ভি-এর প্রিপেইড গ্রাহকরা কোন অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই দৈনিক কোটা সহ প্রতি মাসে ২জিবি পর্যন্ত অতিরিক্ত ডেটা আনলক করতে পারবেন। ভি হিরো আনলিমিটেড রিচার্জ প্যাক গুলি শুরু ২৯৯ টাকা থেকে। এরওপর রয়েছে দৈনিক ডেটা প্যাকের কোটা। ভি হিরো আনলিমিটেড পোর্টফোলিওর অধীন রয়েছে উচ্চতর দৈনিক ডেটা কোটা সহ নতুন রিচার্জ প্যাক। এই প্যাকগুলি হল ৩৫৯টাকা, ৪০৯টাকা এবং ৪৭৫টাকা। এছাড়াও, ভি হিরো তার আনলিমিটেড পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করতে, বিহাস পোর্টফোলিওর অধীনে আরও রিচার্জ প্যাক চালু করেছে।

ভি তার এই প্রস্তাবটি প্রচারের জন্য একটি উচ্চ ডেসিবেলের এটিএল ক্যাম্পেন চালু করেছে। যার থিম হল- ‘সীর্ফ নাম কা নেহি কামকা আনলিমিটেড’। এই ক্যাম্পনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন অভিনেতা বিনয় পাঠক। ভি হিরো আনলিমিটেড ক্যাম্পেনটি আট সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। টিভি, ডিজিটাল এবং ওওএইচ- এর মতো একাধিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাউন্ড অন গ্রাউন্ড অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রামগুলিতে অ্যাকশন করা হবে।

শপসি সামার স্টোর ১৭ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে

মেদিনীপুর: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি সম্প্রতি সামার স্টোর চালু করেছে, যা এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুড়ে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর অফার করার মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনন্য কিউরেশন। মেদিনীপুরের বিক্রেতারা সামার স্টোরের উদ্যোগের ফলে বিক্রিতে প্রায় ১৭ গুন বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

এটি একটি মান-ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত মানের এবং আকর্ষক পণ্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। ডিওডোরেন্ট, সানগ্লাস, বডি ওয়াশ, এসেনশিয়াল অয়েল, ট্রিমার, রান্নাঘরের টুল সেট এবং হেডফোনগুলি চার্টের শীর্ষে থাকা গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্থতা, রান্নাঘর এবং ইলেকট্রনিক্স একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শপসি সামার স্টোরটি হল ইলেকট্রনিক্স, পার্সোনাল কেয়ার, বেবি কেয়ার থেকে শুরু করে খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, সুইমিং স্যুট এবং এয়ার কন্ডিশনার, ডিওডোরেন্টস, বেবি সানস্ক্রিন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুতির কাপড় এবং জুসার মিক্সার গ্রাইন্ডার এসব পণ্যের একটি ওয়ান-স্টপ-শপ। ডিওডোরেন্টস ৫০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, সানগ্লাসগুলি ২৫%-এর কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদিনীপুরে রান্নাঘরের টুল সেট এবং ট্রিমারগুলিও গত মাসে ১৫ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। শপসি অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় আস্থা এবং সত্যতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। শপসি ব্যবহারকারীরা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লিপকার্টের বিস্তৃত পণ্যের ক্যাটালগ শেয়ার করতে সক্ষম। এটি মেদিনীপুরে বিক্রেতাদের ক্ষমতায়নও করেছে। এটির প্ল্যাটফর্মে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা রয়েছে যারা ৮০০+ বিভাগে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন উদ্যোক্তাদের সক্ষম করার পথে রয়েছে।

'আত্মনির্ভর ভারত' গড়তে কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে টয়োটার মউ স্বাক্ষর

শিলিগুড়ি: ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতি রূপায়ণে অবদান রাখার লক্ষ্যে ও কার্বন নির্গমণ হ্রাস করতে টয়োটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করল। বিনিয়োগের মোট ৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে মউ অনুসারে ৪১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। টয়োটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজে রয়েছে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর ও টয়োটা কির্লোস্কর অটো পার্টস। ভারতে টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের উপস্থিতির ২৫ বছর পূর্তির সঙ্গে এই মউ স্বাক্ষর তাৎপর্যপূর্ণ। এই পদক্ষেপের ফলে শুধু 'লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকো-সিস্টেম' বৃদ্ধি পাবে তা নয়, এর দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ও স্থানীয় সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

স্বাক্ষরিত মউ বিনিময় হয় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বম্মাই ও টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের ভাইস-চেয়ারম্যান বিক্রম এস কির্লোস্করের মধ্যে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন কর্ণাটকের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী ড. মুরুগেশ আর নিরানি, কর্ণাটকের মুখ্যসচিব রবি কুমার ও আরও অনেকে।

মউ অনুসারে টয়োটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ভারতকে একটি আত্মনির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করবে, আর সেইসঙ্গে সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'আত্মনির্ভর ভারত' নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত অবদান রাখবে। এই বিনিয়োগের লক্ষ্য হল 'গ্রিনার টেকনোলজি' তুলে ধরা, প্রাকৃতিক জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো ও কার্বন নির্গমণ হ্রাস করা। টয়োটার উদ্দেশ্য হল ২০৫০ সালের মধ্যে সার্বিক উপায়ে 'কার্বন এমিশন' হ্রাস করার জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া।

কলকাতায় বিএসএইচ হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের 'আনসারহাউস

কলকাতা: বিশ্বের অগ্রণী হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস কোম্পানি বিএসএইচ হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস গ্রুপ তাদের প্রথম 'আনসারহাউস' ('UnserHaus') উদ্বোধন করল কলকাতায়। এটি ভারতে তাদের একমাত্র এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার, যেখানে তাদের তিনটি ব্র্যান্ডই একসঙ্গে থাকবে – বশ (Bosch), সিমেন্স (Siemens) ও গ্যাগেনাউ (Gaggenau)। সল্ট লেকে অবস্থিত এই নতুন এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার কলকাতার গ্রাহকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কলকাতায় কোম্পানির আরও দুইটি স্টোর রয়েছে – ঢাকুরিয়ায় একটি মাল্টি-চ্যানেল বশ অ্যান্ড সিমেন্স ব্র্যান্ড স্টোর এবং শেক্সপিয়ার সরণিতে একটি বশ স্টুডিয়ো।

জার্মান ভাষায় 'আনসারহাউস' নামের অর্থ 'আমাদের বাড়ি'। এই সেন্টারে এলে গ্রাহকরা একেবারে নিজেদের বাড়ির মতো পরিবেশ অনুভব করেন। বর্তমানে দেশে কোম্পানির ছয়টি এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার রয়েছে মুম্বই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই ও কলকাতায়, এবং দেশব্যাপী রিটেল নেটওয়ার্কে রয়েছে ৯৫টি ব্র্যান্ড শপ (বশ-এর ৮০টি ব্র্যান্ড স্টোর ও সিমেন্সের ১৫টি ব্র্যান্ড স্টোর)।

৫জি ট্রায়াল চলাকালীন ভি'র ডাউনলোড স্পিড ৫.৯২জিবিপিএস

শিলিগুড়ি: ভোডাফোন আইডিয়া (ভি) ও এরিকসন এক টেকনোলজি মাইলস্টোন স্পর্শ করেছে পুণেতে ৫জি ট্রায়াল চলাকালীন। ট্রায়ালে ভি'র পিক ডাউনলোড স্পিড ৫.৯২জিবিপিএস হতে দেখা গেছে। ভি'র এই নতুন স্পিড রেকর্ড পাওয়া সম্ভব হয়েছে একটি সিঙ্গল টেস্ট ডিভাইসে, যেখানে মিড-ব্যান্ড ও হাই-ব্যান্ড

Vi Together for Tomorrow

ট্রায়াল স্পেকট্রামের কম্বিনেশনে 'এরিকসন ম্যাসিভ এমআইএমও রেডিয়ো', 'এরিকসন ক্লাউড নেটিভ ডুয়াল মোড ৫জি কোর ফর স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্কিটেকচার' ও 'নিউ রেডিয়ো-ডুয়াল কানেক্টিভিটি' (এনআর-ডিসি) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।

এর আগে, পুনেতে ৫জি ট্রায়াল ও 'ইউজ কেস' প্রদর্শন চলাকালীন ভি ৪জিবিপিএসএরও বেশি স্পিড অর্জনে সক্ষমতা দেখিয়েছিল। নতুন স্পিড রেকর্ড (৫.৯২জিবিপিএস) পাওয়া গেছে ট্রায়ালের জন্য সরকার প্রদত্ত ৫জি স্পেক্ট্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে।

সোনি ইন্ডিয়ার ব্রাভিয়া ৩২ডব্লু৮৩০কে টিভি

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল ব্রাভিয়া ৩২ডব্লু৮৩০কে টেলিভিশন। এতে রয়েছে 'অ্যাট্রাক্টিভ পিকচার কোয়ালিটি' ও 'লাইফ লাইক সাউন্ড'। নতুন ৮০সেমি (৩২) এইচডি রেডি গুগল টিভি দর্শকদের দেবে মুভি, গেম ও অ্যাপ থেকে আনা শো বা ব্রডকাস্ট উপভোগ করার সুবিধা, যার সঙ্গে থাকবে অ্যাডভান্সড ভয়েস কন্ট্রোল ও বিল্ট-ইন ক্রোমকাস্ট।

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট চালিত গুগল টিভি ভয়েস সার্চের মাধ্যমে দর্শকরা এক 'স্মার্ট ইউজার এক্সপিরিয়েন্স' লাভ করতে পারবেন, যার সঙ্গে থাকবে অফুরন্ত মনোরঞ্জনের সুবিধা। এটি অ্যাপল এয়ারপ্লে ২ ও হোমকিট-এর সঙ্গেও চালানো যাবে। সোনির ব্রাভিয়া ৩২ডব্লু৮৩০কে টেলিভিশনে রয়েছে এইচডিআর পিকচার প্রসেসর। এই টিভিতে 'ফুল এইচডি ক্ল্যারিটি' পাওয়া যাবে। 'লাইভ কলার ফিচার' থাকায় পাওয়া যাবে একদম স্বাভাবিক জীবন্ত রঙের অভিজ্ঞতা। এছাড়া ডলবি অডিয়ো ও ক্লিয়ার ফেজ ফিচারের মাধ্যমে এই টিভির স্পিকার থেকে মিলবে ২০ ওয়াট পাওয়ারফুল সাউন্ড।

সোনি ব্রাভিয়া কেডি-৩২ডব্লু৮৩০কে মডেলের টেলিভিশন ১১ মে থেকে ২৮,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, প্রধান ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স পোর্টালগুলি থেকে।

মায়েদের সুস্বাস্থ্যের জন্য আমন্ড

কলকাতা: একটি পরিবারের মূল স্তম্ভ হলেন মা। মায়েরা পরিবারের সকলের দিকে খেয়াল রাখেন, কিন্তু নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়ার সময় করে উঠতে পারেন না। তাঁদের উচিত প্রতিদিন ব্যায়াম করা ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। সাধারন ভাজা স্ন্যাকসের পরিবর্তে সঠিক স্ন্যাকস খাওয়ার অভ্যাস গড়লে তাঁরা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারেন। এজন্য প্রতিদিন একমুঠো করে আমন্ড খেতে পারেন মায়েরা, কারণ আমন্ডে রয়েছে প্ল্যান্ট প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, রাইবোফ্লেভিন ও জিংকের মতো পুষ্টিকর উপাদান। নিয়মিত আমন্ড খেলে মায়েদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান, ম্যাক্স হেলকেয়ার দিল্লির রিজিওনাল হেড (ডায়েটেটিক্স) ঋতিকা সমাদ্দার, ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড হেলথ কোচ নেহা রাংলানি, ফিটনেস অ্যান্ড সেলিব্রিটি ইনস্ট্রাকটর ইয়াসমিন করাচিওয়ালা – সকলেই আমন্ডের পুষ্টিকর গুণের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, মায়েদের উচিত নিয়মিতভাবে আমন্ডের মতো পুষ্টিকর উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা। এর ফলে তাঁরা নিজেদের সুস্থ রাখতে পারবেন।

মহিলাদের সুরক্ষায় ট্রুকলার অ্যাপ ডিসিডব্লিউ ১৮১

কলকাতা: ট্রুকলার অ্যাপ ডিসিডব্লিউ ১৮১ মহিলাদের সুরক্ষার অগ্রাধিকার দেয়। দিল্লি কমিশন ফর উইমেন হেল্পলাইন – ১৮১ মহিলা হেল্পলাইন কুইক ডায়াল ফিচার সংহত করে ২০০% বেশি কল পেয়েছে। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত প্রচারণার অংশ হিসেবে চলতি বছরের মার্চ থেকে ট্রুকলার তার ডায়লারে মহিলাদের নিরাপত্তা হেল্পলাইন নম্বর -১৮১ প্রদর্শন করা শুরু করেছে।

ট্রুকলারে ১৮১ দৃশ্যমান হওয়ায় দিল্লি কমিশন অফ উইমেন দিল্লির হেল্পলাইনে আসা কলগুলির একটি বিশাল স্পাইক প্রত্যক্ষ করেছে। উল্লেখ্য, ট্রুকলারে ইন্টিগ্রেশনের আগে কমিশনের হেল্পলাইন ১৮১ প্রতিদিন প্রায় ২০০০ টি কল পেত। ফলে প্রতিদিন প্রাপ্ত মোট কলের প্রায় ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ মাসে প্রাপ্ত ৬৫.৫কে কলগুলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ১৮১ মহিলা হেল্পলাইনের ভূমিকা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া। ট্রুকলারের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর প্রজ্ঞামিশ্র বলেন, আজ ভারতে দশ কোটিরও বেশি মহিলা কল এবং এসএমএস ভিত্তিক হয়রানির বিরুদ্ধে তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা হিসাবে ট্রুকলারে ব্যবহার করে।

কেএফসি'র ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড অফার

শিলিগুড়ি: কেএফসি কেএফসি অ্যাপ – হাউজ্জাত-এ প্রথম ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড মেগা অফার চালু করেছে। কেএফসি অ্যাপ ডাউনলোড করে, হোম স্ক্রিনে 'হাউজ্জাত' ব্যানারে ক্লিক করে এবং 'হাউজ্জাত' বলে চিৎকার করলেই পাওয়া যাবে অফার। গ্রাহকরা যত জোরে চিয়ার করবে, তত বড় অফার পাবেন।

আইসোবার-এর সাথে অংশীদারিত্বে তৈরি, হাউজ্জাত ফিচারটি এখন কেএফসি অ্যাপে ২৯শে মে, ২০২২ পর্যন্ত উপলব্ধ। গ্রাহকরা তাদের অর্ডার করার সাথে সাথে কিছু অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট স্কোর করতে পারবেন, অনেকটা তাদের দলের স্কোরে এক্সট্রা যোগ করার মতো। তারা বন্ধুদের একটি শাউট-অফের জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন বা প্রতিবার কেএফসি অ্যাপে নিজের স্কোরকে হারানোর চেষ্টা করতে পারবেন। পুরো ক্রিকেট সিজন জুড়ে, গ্রাহকরা ৪০% পর্যন্ত ক্যাশ-অফ ডিসকাউন্ট জিততে পারে।

কেএফসি ইন্ডিয়ার সিএমও মিঃ মোক্ষ চোপড়া বলেছেন, "কিউএসআর বিভাগের জন্য প্রথম, আমরা একটি অ্যাপ-এক্সক্লুসিভ ভয়েস এনাবেলড অফার চালু করেছি যা গ্রাহকদের 'হাউজ্জাত' বলে চিৎকার করতে উত্সাহিত করে। তারা যত জোরে চিৎকার করবে, ডিসকাউন্ট তত বেশি হবে।"

হায়দ্রাবাদে কেএল ডিমড-এর গ্লোবাল বিজনেস স্কুল

কলকাতা: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেএল ডিমড-টু-বি হায়দ্রাবাদে নতুন কেএল গ্লোবাল বিজনেস স্কুলের উদ্বোধন করল। এটি একটি অতি-আধুনিক বি-স্কুল যা তার আন্তর্জাতিকভাবে আদর্শ ব্যবসায়িক কোর্সের জন্য নিবেদিত।

কোন্ডাপুর, হায়দ্রাবাদে কর্পোরেট হাউসগুলির মধ্যে কেএলএইচ ও জিবিএস বিভিন্ন উচ্চস্তরীয় প্রোগ্রাম অফার করে। যা এনএএসি ও এনআইআরএফ থেকে মর্যাদাপূর্ণ। স্থাপত্যের দিক থেকে বিজনেস স্কুলের বিল্ডিংটি ক্রমবর্ধমান ছাত্র এবং শিক্ষামূলক

অফারগুলি বাস্তাবায়নের জন্য যাতে স্থান সংকুলান না হয় সেই কথা মাথায় রেখে জায়গা সরবরাহ করে। উল্লেখ্য, এই বিজনেস স্কুলটি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের শিক্ষার্থীদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়। উল্লেখ্য, এই গ্লোবাল বিজনেস স্কুলটি গ্লোবাল এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, পিজি প্রোগ্রাম, ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং কাস্টম প্রোগ্রাম অফার করে। আজকের ডেটা-চালিত অর্থনীতি এবং বহুসাংস্কৃতিক সেটিংসে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য কোর্সগুলি তৈরি করা হয়েছে। কেএল ডিমড-টু-বি ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ড. জি.পি. সারথি ভার্মা বলেন, তরুণ-উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারকে সেরা রূপ দিতে একাডেমিক কোর্সগুলি তৈরি করা হয়েছে।

উশুতে ব্রোঞ্জ রীতমের, রুপো কল্পনার

নদিয়ার হরিণঘাটায় অনুষ্ঠিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে উশুতে পুরুষদের ৭৫ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন চালসার পিডব্লিউডি পাড়ার রীতম ছেত্রী। এছাড়াও মহিলাদের ৪৫ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন বানারহাট ব্লকের কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের মেয়ে কল্পনা ছেত্রী।

টাউন একাদশ চ্যাম্পিয়ন

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ ও কোতোয়ালি থানার পরিচালনায় আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি টাউন একাদশ। ১৭ মে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচের সেরা অনিরুদ্ধ পাল। প্রতিযোগিতার সেরা পাহাড়পুরের সজল তুইয়া। সেরা গোলকিপার টাউনের সুরজ রায়। সেরা ডিফেন্ডার একই দলের অমরজিৎ ওরাওঁ।

রানার্স শিলিগুড়ির পাপিয়া

বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে ক্যারমে মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে রানার্স হলেন শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস। তিনি ফাইনালে ২-০ সেটে কাজল সিংয়ের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। এর আগে সেমিফাইনালে পাপিয়া ২-১ সেটে অপরাজিতা সেনকে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট নিশ্চিত করেছিলেন।

জয়ী শিলিগুড়ি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভেটারেন্স সংস্থার ফুটবলে ১৫ মে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে কলকাতার রাজডাঙ্গা সমন্বয় ক্লাবকে হারিয়ে জয়ী হয়। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে প্রোজ্জ্বল ভুটিয়া গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন দার্জিলিং

হরিণঘাটায় আয়োজিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে মেয়েদের থ্রো বলে চ্যাম্পিয়ন হল দার্জিলিং জেলা। ১৬ মে ফাইনালে দার্জিলিং নদিয়াকে হারিয়েছে। দলের অধিনায়ক মনতাশা জাহিদ এবং কোচ ছিলেন সৌরভ সূত্রধর। দার্জিলিং দলের ম্যানেজার সামিম সিদ্দিক জানিয়েছেন, মেয়েদের থ্রো বলে দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও মালদা অংশ নিয়েছিল।

ফুটবল ট্রফি শুরু

ইসলামপুর পুলিশের ১৩ দলীয় ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চোপড়াতে ফুটবল শুরু হল ১৮ মে।

মহিলাদের একদিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

আলিপুরদুয়ার: কালচিনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ১৮ মে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগান ময়দানে মহিলাদের একদিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হল। এই টুর্নামেন্টে কন্যাশ্রী টিম, শিক্ষাশ্রী টিম, উৎকর্ষ বাংলা টিম ও সবুজ সাথী টিম এই চারটি দল অংশগ্রহণ করে। ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। এদিন বিডিও প্রশান্ত বর্মণ জানান বর্তমান রাজ্য সরকার ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগী প্রকল্প নিয়েছে। ছাত্র ও ছাত্রীরা যাতে আরও উৎসাহিত ও প্রেরণা পায় এজন্য এরকম নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শম্ভু জয়সোয়াল জানান যে চা বলয়ে বাল্য বিবাহ রুখতে ও মেয়েদের পড়াশোনা খেলাধুলা প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে এই উদ্যোগ।

এশিয়ান তিরন্দাজিতে সোনা আনল গাজলের জুয়েল

গাজোল: এশিয়ান তিরন্দাজীতে দেশের হয়ে সোনা জিতল মালদা জেলার গাজল ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে জুয়েল সরকার। ১২ মে এই খবর গ্রামে পৌঁছতেই খুশির বাঁধ ভাঙে। মাত্র ষোল বছর বয়সেই ছেলের এই সাফল্যে খুশি বাবা নিশম সরকার ও মা নিয়তি সরকার। ছাত্রের সাফল্যে দারুন খুশি কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীও। সবাই এখন জুয়েলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন। উল্লেখ্য, ইরাকে আয়োজিত এশিয়ান তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এই দলেরই সদস্য হল জুয়েল।

গাজলের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঢোবাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল তপশিলি সম্প্রদায়ের থেকে উঠে আসা এক কৃষক পরিবারের সন্তান। ভবানীকোঠা ধরণীভুবনশশী বিদ্যাপীঠের এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জুয়েলের ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল তিরন্দাজ হওয়ার। ২০১৫ সালে গাজোল বিএসএফ মাঠে কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ শুরু করে জুয়েল। কঠোর অনুশীলনের পর ২০১৮ সালে আসে সাফল্য। বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার জন্য জলপাইগুড়িতে দশদিনের ট্রায়ালের সুযোগ পায় জুয়েল। তারপর থেকেই পড়াশুনার পাশাপাশি চলে কঠোর অনুশীলন।

কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর বলেন, আমার কাছে তিনবছর কোচিং নেওয়ার পর ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পায় জুয়েল। কোচ চন্দ্রশেখর লাগরি, বারজু সিং, সুব্রত দাসের তত্ত্বাবধনে চলতে থাকে জুয়েলের প্রশিক্ষণ। এরপর একের পর এক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য আসতে শুরু করে। স্কুল ন্যাশনাল, সাব জুনিয়র, সিনিয়র ন্যাশনালে পদক জেতে জুয়েল। এরপর ঝাড়খণ্ডে ন্যাশনাল থেকে জাতীয় দলে সুযোগ পায় জুয়েল। শ্রীমন্তবাবু জানান, ২ থেকে ১০ এপ্রিল দিল্লিতে চলে প্রশিক্ষণ। ৫ থেকে ১২ মে ইরাকে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান তিরন্দাজি স্টেজ ২। এই প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে বাংলাদেশকে ৫-১ পয়েন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

বলাবাহুল্য, জুয়েলের একসময় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সময়মতো পাসপোর্ট না আশায় হতাশ হয়ে পড়েছিল জুয়েল। বিষয়টি নিয়ে বিডিও উষ্ণতা মোতা দ্বারস্থ হয় জুয়েল ও তার পরিবার। এব্যাপারে গাজোল সাব পোস্ট অফিসের পোস্টমাষ্টার বাদচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে তাঁর হস্তক্ষেপে মালদা আরএমএস থেকে পাসপোর্ট বের করে তুলে দেওয়া হয় জুয়েলের হাতে।

কোচবিহারে ৭০ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ

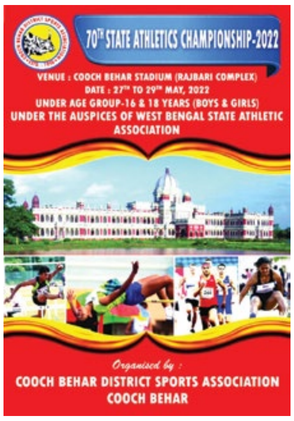

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: দীর্ঘ ২৫ বছর পর কোচবিহার আগামী ২৭শে মে থেকে ২৯শে মে ২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭০ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে সুব্রত দত্ত জানান এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে অনূর্ধ ১৮ এবং ১৬ বছর বয়সী বালক এবং বালিকা অংশগ্রহণ করতে চলেছে তাছাড়াও কিছু অফিস টিম সহ, ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং তাদের দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। রাজ্য অ্যাথলেটিক সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় ৪২ জন ম্যাচ অফিসিয়াল এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী কমল মিত্র ও স্বশরিরে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়াও উপস্থিত থাকছেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান সোমা বিশ্বাস হরিশঙ্কর রায় সঞ্জয় রাই ও রহমতুল্লা মোল্লা বলে জানা গেছে।

কলকাতায় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ছেন বিশ্বকাপ জয়ী যুবরাজ

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের বুকে অ্যাকাডেমি তৈরি করতে চলেছেন যুবরাজ সিং। কলকাতার রাজারহাটের বুকে গড়ে উঠবে এই অ্যাকাডেমি। যুবরাজ সিং সেন্টার অফ এক্সিলেন্স কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সূচনা করতে চলেছে। রাজারহাট চৌমাথার গ্রিনফিল্ড টাউনশিপে এই অ্যাকাডেমি শুরু করা নিয়ে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ী যুবি নিজেও বেশ উত্তেজিত। পূর্ব ভারতে এটাই যুবরাজ সিংয়ের প্রথম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। যুবির এই অ্যাকাডেমিতে ডিরেক্টর অফ কোচিং হিসেবে থাকবেন ৮০টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলা খেলোয়ার ভিনীত জৈন। তিনি এক জন বিসিসিআই-এর লেভেল- ২ কোচ। সঙ্গে কোচিং করাবেন বিশাল ভাটিয়া। তিনি আগে ভারতীয় এ দলের হয়েও খেলেছেন। বিসিসিআই-এর লেভেল ওয়ান কোচ অভিজিত্ দাসও ক্রিকেটার তৈরির দায়িত্বে থাকবেন। জানা গেছে, ২০ থেকে ২২ মে পর্যন্ত যুবরাজ সিংয়ের এই অ্যাকাডেমিতে দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত ফ্রি কোচিং করানো হবে এবং সঙ্গে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের এক বছরের স্কলারশিপ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে।

বকেয়া টাকা মেটানো নিয়ে বড় সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা: ফুটবলারের বেতন নিয়ে ফেডারেশনের পর এবার ফিফার দফতরে বড় ধাক্কা খেতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বিদেশি ফুটবলার উমেদ সিংয়ের বেতন না মেটানোয় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা গুনতে হবে লাল-হলুদকে। এর আগে ভারতীয় ফুটবলারদের ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বেতন না মেটানোয় ফুটবলারদের সই করানোর উপরে ব্যান এনেছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এবার এর সঙ্গে ফিফার নির্দেশে ব্যান।

এই সমস্যা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাকিয়ে আছে শ্রী সিমেন্ট দিকে। ইস্টবেঙ্গল এখনও আশাবাদী, পরিস্থিতি উপলব্ধি করে শ্রী সিমেন্ট বাকি ফুটবলারদের টাকা মিটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ব্যান তুলতে সাহায্য করবে। শ্রী সিমেন্টের সময়ের একাধিক ফুটবলারের বেতন বাকি। কোয়েসের সময়ের বিদেশি সহকারী কোচ, ফিজিকাল ট্রেনাররা মরশুম শেষে বেতন না পেয়ে অভিযোগ করেন ফিফায়। শ্রী সিমেন্ট কর্তারা পরিস্কার জানিয়ে দেন, কোয়েসের সময়ের কোনও ফুটবলারের বকেয়া তারা বহন করবেন না। কিন্তু উমেদ সিংয়ের সমস্যা শ্রী সিমেন্টের সময়ের। ইনভেস্টর হিসেবে লাল-হলুদের সঙ্গে শ্রী সিমেন্টের চুক্তির আগেই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা সই করিয়েছিলেন উমেদকে।

উমেদ সিংয়ের সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি 'ক্যাশ' জানিয়ে দিয়েছে, উমেদ সিংয়ের চুক্তি বৈধ। ইস্টবেঙ্গলকে উমেদের চুক্তি মতো ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সঙ্গে ক্যাশে আইনজীবী নিয়োগের জন্য যা খরচ হয়েছে সেই আর্থিক দাবিও মেটাতে হবে।

ঋদ্ধির মান ভাঙাতে আসরে সিএবি, নিজের অবস্থানে অনড় ঋদ্ধিমান

কলকাতা: ঋদ্ধিমান সাহা বিতর্কে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়ল সিএবি। ১৭ মে সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াকে ফোন করে ক্ষুব্ধ ঋদ্ধি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি বাংলার হয়ে আর খেলতে চান না। সিএবি তাঁকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দিয়ে দিক।

ঋদ্ধিকে ছাড়তে চাইছে না সিএবি। ঋদ্ধিকে রাজি করানোর জন্য আসরে নেমেছেন দলের হেড কোচ অরুণ লাল। তবে কিন্তু এখনও নিজের পুরনো অবস্থানে অনড় রয়েছেন। ঋদ্ধি ও তাঁর পরিবারের স্পষ্ট দাবি অন্যতম যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সূত্রের খবর, ঋদ্ধির সঙ্গে ফোনে কথাও হয় কোনও কোনও সিএবি কর্তার। যার পর সিএবি আশাবাদী, যে ঋদ্ধিমানের মন পরিবর্তন করা গেলেও যেতে পারে। কারণ সিএবি কর্তারাও ভাল করে বুঝতে পারছেন যে, ঋদ্ধিমান বাংলা ছেড়ে চলে গেলে বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থাকেই লজ্জায় পড়তে হবে। এমনকী ঋদ্ধির মান ভাঙতে আসরে নামলেন বাংলা কোচ অরুণ লালও।

রনজি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বের দলে মহম্মদ শামি ও ঋদ্ধিমান সাহা-দু'জনকেই রাখা হয়েছিল। শামিকে সিএবি আগাম ঠিক করেছিল যে, ঋদ্ধিমান ও শামি-দু'জনকেই নকআউট পর্বে খেলানোর চেষ্টা করা হবে। বোর্ড বলেছিলেন যে, দু'জনকেই ফোন করা হবে। কিন্তু শামিকে ফোন করে কথা বলা হলেও ঋদ্ধিমানের সঙ্গে কোনও কথা বলা হয়নি। কথা না বলেই ঋদ্ধিকে টিমে রেখে দেওয়া হয়। এতে অপমানিত বোধ করেন ঋদ্ধিমান, তিনি জানিয়ে দেন, বাংলার হয়ে আর খেলবেন না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96